ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 Augest, 2023 ■ আগরতলা ২০ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মহারাজ বীরবিক্রমের জন্মদিনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ত্রিপুরার উন্নয়নে রাজাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মনের ১১৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আজ সকাল আগরতলা মহারাজা বীরবিক্রম চৌমুহনীতে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মনের আবক্ষ মূর্তিতে পুপস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা'পন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এরপর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদব, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিস্বার ভ-াচার্য্য প্রমুখ।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জানান, আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসেবে পরিচিত বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তী দিনকে আগেই সরকারী ছুটি ঘোষনা করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আজ এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে। মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুরে প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছু দিন পূর্বে কামান চৌমুহনী সংলগ এই এলাকাটিতে তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নে মহারাজাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ত্রিপুরার রাজা মহারাজাদের হৃত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে এই সরকার। তাঁদের অবদান জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি কেক কাটা হয়।

উপ নির্বাচনে দুটি আসনে পদ্ম ফুটাতে মরিয়া গেরুয়া শিবির, মানিকনগরে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ আগষ্ট।। ২০ বক্সনগর উপনির্বাচন কে কেন্দ্র করে, মানিকনগর টাউন হলে ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক বৈঠক বসে। মূলত ৫ই সেপ্টেম্বর যে দুটো বিধানসভা উপনির্বাচন হতে যাচ্ছে, একটি ধনপুর, অপরটি হল বক্সনগর কেন্দ্র। অকাল নির্বাচন বিধায়ক শামসুল হকের মৃত্যুর কারনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। যেহেতু বিধানসভা কেন্দ্রটি লাল দুর্গ বলে পরিচিত, রাজ্য নেতৃত্ব বক্সনগর মন্ডল,জেলা মন্ডল কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ। অর্থাৎ মাটি কামড়ে পড়ে যে কোনো মূল্যে উপ নির্বাচনে বক্সনগর বিধানসভা থেকে পদ্ম ফোটাতে হবে। বাম ফ্রন্টের হাত থেকে সিট ছিনিয়ে এনে নরেন্দ্র মোদিকেপদ্ম ফুল উপহার দিতে হবে, তার জন্যই রাত-দিন একাকার করে, ক্সনগর এর লাল দুর্গ মাটি, থেকে হাস্থে কাতুরি তারা চিহ্ন স্ব মূলে বিনাশ করার জন্য, উঠে পড়ে লেগেছে মন্ডল বক্সনগর নেতা কর্মীরা, এবং প্রতিদিন দলে দলে কংগ্রেস, সিপিআইএম , ত্রিপুরা মাথা পার্টি থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ বেলা সাড়ে ১১ ঘটিকার সময় মানিকনগর টাউন হলে, রাজ্যস্তরের নেতা মন্ত্রী, দের উপস্থিতিতে বক্সনগর মন্ডলের নেতৃত্বে এক সাংগঠ নিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বক্সনগর মন্ডলের ৫১ টি বুথ সভাপতি, প্রধান, উপপ্রধান, প্রভারী,এবং দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন সভাপতি, সেক্রেটার, কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

আজকের বৈঠকে আগরতলা থেকে আগত নেতৃত্ব সংগঠন কে কিভাবে মজবুত করা যায়,শলা পরামর্শ দেন। বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য কর্মীদেরকে আহ্বান করেন। যদিও সভা সমিতি সবকিছুতেই পুরা বক্সনগর মাঠ চষে বেড়াচ্ছে শাসক দল। বিরোধীরা এখনো মাঠে নামতে পারছে না। তবে সোশ্যাল মিডিয়াতে অপপ্রচার করছে বামফ্রন্ট স্বৈরাচারী রা, সজাগ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যেতে হবে। কথায় বলে পচা শামুকে নাকি, পা কাটে, সাধু সাবধান। রাজ্য স্তরের নেতা-মন্ত্রীরা বক্সনগর মন্ডলের সাংগঠনিক আলোচনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, এমপি, রেবতী মোহন ত্রিপুরা, মন্ত্রী বিকাশদেববর্মা, মেয়র দীপক মজুমদার, মন্ত্রী মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, এম এল এ কল্যাণী রায়, পাপিয়া দত্ত, সুবল ভৌমিক, অমিত্র রক্ষিত, তাপস দাস, টিংকু রায়, সুধাংশু দাস, মন্ত্রী, তাছাড়া দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, জেলা সভাপতি, বক্সনগর মন্ডল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা। মেরা বোথ, সবচেয়ে মজবুত, এই মন্ত্র দীক্ষিত হয়েই, আগামী ৫ইসেপ্টেম্বর বিপুল ভোটে পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য, নেতা মন্ত্রীরা বলেন।

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ আগষ্ট।। তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত চারজন। ঘটনা শুক্রবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন লালটিলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন লালটিলা এলাকায়ঠট্ট ০৬ ৩৫০০ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী অটো গাড়ির সঙ্গেট্ট ০৬ ঙ১৯৪২ নম্বরের একটি মালবাহী ছোট গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হয় উভয় গাড়িতে থাকা মোট ৪ জন। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষজন খবর দেয় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। ঘটনার খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এদিকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের অভিযোগ, অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে এলাকার একাংশ উশৃংখল ও মদ্যপ অবস্থায় থাকা যুবকরা তাদের গাড়ি ঘিরে ধরে এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়া প্রেমের জেরে

ক্ষুব্ধ জনতা দুই সন্তানের পিতা সহ প্রেমিকাকে বেঁধে রাখল পোস্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ আগষ্ট।। কথায় আছে ভালোবাসা নাকি স্থান কাল পাত্র এইসব দেখে না বোঝেও না , কখন কোথায় জোড়া লেগে যায় কেউ বলতে পারে না, এতই শক্তিশালী সেই ভালোবাসা, এমনি এক ভালোবাসার কথা বলতে চাই, বিষয়টা হল দুই সন্তানের জনক পিড়িতের বাসা বাধঁতে গিয়ে প্রেমিকা শুদ্ধ উত্তম মধ্যম খেয়ে এলাকাবাসীর হাতে পাকড়াও হয়ে হাত বাঁধা অবস্থায় স্থান হল বৈদ্যুতিক খুঁটিতে , ঘটনা শনিবার সাত সকালে বিলোনিয়া আই সি নগর কদমতলী মুন্ডা বস্তি এলাকায়। দুই সন্তানের পিতা এক যুবতীর সাথে প্রেমে মজেছে।

একই এলাকায় তাদের বাড়ি ,এই দুই সন্তানের পিতা যুবতীর বাড়িতে যাওয়া আসা ছিল প্রায় সময়। সেই আসা যাওয়ার সুত্রেই ভালোবাসার আদান প্রদান ও নাগরের ভালোবাসা ছিল প্রবল ,সেই প্রবল টান বা ভালোবাসা এতোই গাড় ছিলো যে বাড়ির লোকজনেরাও ঘুনাক্ষরে টের পায়নি। অবশেষে যুবতীর ভাইয়ের স্ত্রী বৌদির হাতে ধরা খেল এই বিষয়ে ভাইয়ের স্ত্রী বৌদি যখন ভাইকে জানাতো ভাই বিশ্বাস করত না বোন এরকম কাজ করবে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু পুলিশ কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। পুকুরের জলে পড়ে মৃত্যু ঘটলো বছর ২৯ এর ১ পুলিশ কর্মীর এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে আজ কৈলাশহর তিলকপুর এলাকায়। জানা যায় যে ওই এলাকার বাসিন্দা সুমেন সিনহা পেশায় একজন পুলিশ কর্মী প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সুমেন সিনহার স্ত্রী রূপলি সিনহা বয়স ২৯ তিনিও পুলিশ কর্মী বর্তমানে তিনি কৈলাশহর এসপি অফিসে কর্মরত। আজ সন্ধ্যা বেলা পুলিশ কর্মী, রুপলি সিনহা উনার সন্তানকে উনার নিজ ঘরের পুকুরে সাঁতার সেখাচ্ছিলেন ছিলেন তখন ঐ নাকি উনার সন্তানকে সাঁতার শেখাতে শেখাতে তিনি পুকুরের জলের মধ্যে তলিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। ধনপুর এবং বক্স নগর কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী আসতে শুরু করেছে। আজ এবং গতকাল চার কোম্পানি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী সিপাহিজলা জেলায় এসে পৌছেছে। আগামী তেইশ আগস্টের মধ্যে সমস্ত বাহিনী এসে পৌছাবে বলে জানান এস পি অপারেশন জ্যোতিষমান দাস চৌধুরী। তিনি আরো জানান এই দুই কেন্দ্রের জন্য মোট পনের কোম্পানী কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে। এর পাশাপাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টমটম চাকলদের পথ অবরোধে শহরে যানজট, দুর্ভোগ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। শহরের প্রাণকেন্দ্রে টমটম চলাচলে বিধি নিষেধ জারী করায় প্রতিবাদে সরব টমটম ব্যবসায়ীরা। শনিবার সকাল থেকে রাজধানী আগরতলার প্রায় প্রত্যেক টমটম চালকরা পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় পথ অবরোধে বসে। পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে কামান চৌমুহনী হয়ে মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত টমটম চলাচলে আচমকাই বিধি নিষেধ জারী করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। তাদের অভিযোগ কোনো নোটিশ ছাড়াই এই বিধি নিষেধ জারী করেছে প্রশাসন। যার ফলে ব্যাপক সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। যার ফলে এদিন সকাল থেকেই তারা অবরোধে বসে। টমটম চালকরা জানিয়েছেন প্রথম অবস্থায় তারা গোটা বিষয়টি পরিবহন দপ্তরে জানিয়েছেন। তবে কোনো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়লো টমটম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। নাশকতার আগুনে পুড়লো একটি টমটম। ঘটনা শুক্রবার রাতে রাজধানীর জয়নগর পশ্চিম পাড়ায়। ঘটনার বিবরণের জানা যায় টমটমের মালিক প্রানতোষ দেবনাথ প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতের বেলা টমটম চালিয়ে বাড়ি ফিরে রেখে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই টমটমটি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাত দুটা নাগাদ আশেপাশের লোকজনেরা খবর দেয় প্রানতোষ দেবনাথকে। প্রানতোষ দেবনাথ খবর পেয়ে বাড়ি থেকে এসে দেখে গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রানতোষ দেবনাথের অভিযোগ গত বিধানসভা নির্বাচনের কয়েকদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রত্ন সম্মানে ভূষিত রতন টাটা

মুম্বই, ১৯ আগস্ট (হি.স.): বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটার মুকুটে উঠল নতুন পালক। শনিবার রতন টাটা-কে উদ্যোগ রত্ন সম্মানে ভূষিত করল মহারাষ্ট্র সরকার। শিল্পপতি রতন টাটাকে তাঁর বাসভবনেই উদ্যোগ রত্ন সম্মানে ভূষিত করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার এবং দেবেন্দ্র ফড়নবিস। আগামীকাল অসুস্থতার কারণে পুরস্কার অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না রতন টাটা। তাই শনিবার বাড়িতেই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মান। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, 'দেশে রতন টাটা এবং টাটা গ্রুপের অবদান অপরিসীম। মহারাষ্ট্র সরকারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোস্টেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১২ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট।। একই সঙ্গে একই আবাসিক বিদ্যালয়ের হোস্টেলে অসুস্থ ১২ জন ছাত্রী। ঘটনা শুক্রবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন লাখাই বাজারস্থিত হরিরাধা বিদ্যামন্দিরে। ঘটনায় গোটা হোস্টেলে আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। জানা যায়, শুক্রবার রাতের খাওয়া শেষে হোস্টেলের ছাত্র ছাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া মোট ১২ জন ছাত্রী আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের। এই তাদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এদিকে হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, ফুড পয়জনিং এর ফলে ছাত্রীরা অসুস্থ হয়। যার ফলে অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অভিযোগ হোস্টেলের খাবার খাওয়ার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনায় হোস্টেল পরিচালন কমিটিকেই কাঠ গড়ায় দাড় করিয়েছে প্রশাসন।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৩০৭ ◘ ২০ আগস্ট
২০২৩ ইং◘ ২ভাদ্র ◘ রবিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন যুগের সূচনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলিয়াছেন যে ভারত ন্যায়সঙ্গত এবং সমষ্টিগত সমৃদ্ধির সাফল্য অর্জনের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলিয়াছে। ২০৪৭ এর মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি নিয়া প্রধানমন্ত্রী লিঙ্কডিনে একটি পোস্টের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি সম্প্রতি দুটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণামূলক নিবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। আয় সমীক্ষার মূল্যায়ন বছর ২০১৪ তে গড় আয় যেখানে দাঁড়াইয়াছিল ৪.৪ লক্ষ টাকা, তাহা ২০২৩ এ বাড়ি য়া হইয়াছে ১৩ লক্ষ টাকা।.

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে 'জাতীয় অগ্রগতির জন্য ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি অবশ্য শুভ লক্ষণ। নিঃসন্দেহে, আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগের চূড়ায় দাঁড়াইয়য়া আছি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ''বিকশিত ভারত'' হইয়া ওঠিবার জন্য আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়া চলিয়াছি।

প্রধানমন্ত্রী তার ২০২৩ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে পাঁচটি সংকল্প গ্রহণের কথা বলেন এবং তার মধ্যে একটি ছিল, দেশ যখন ২০৪৭-এ স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করিবে, সেই ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার সংকল্পের কথাও। এরপর থেকে, তিনি বারবার এই লক্ষ্যকে ঘিরিয়া সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং দুর্নীতি এবং পরিবারব্যাড রাজনীতির মতো ব্যাধিগুলো দূর করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন।

হাতে আর কয়েকটা বছর। মাত্র চার বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় জায়গা করিয়া নিবে ভারত। পিছনে চলিয়া যাইবে জাপান জার্মানি ।কদিন আগেই ভারতের আর্থিক বিকাশ নিয়া বড় আশা প্রকাশ করিয়া বিশ্বের সবথেকে বড় বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক গোল্ডম্যান স্যাক্স। পরবর্তীকালে সেই একই কথা শোনা যায়, ব্রিটিশ এমপি লর্ড করণ বিলিমোরিয়ারের মুখে। বিদেশের পর এবার সেই আশা প্রকাশ করিল দেশের সবথেকে বড় সরকারি ব্যাঙ্ক এসবিআই।স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে ভারত। এর আগে এসবিআই বলিয়াছিল, ২০২৯ সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে দেশ। অতীতে একই কথা বলিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যেখানে তিনি বলেন,ভাষণ,মোদি সরকারের তৃতীয় মেয়াদে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের মধে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে মোদি সরকারের দ্বিতীয় রাজনৈতিক মেয়াদকাল।স্টেট ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদরা বলিয়াছেন, হঠাৎ করিয়া এই আর্থিক উন্নতি হয়নি ভারতের। ২০১৪ সাল থেকেই শুরু হইয়াছিল বীজ বোনা। বর্তমান ভারত যাহার সুফল পাইতেছে। যেকারণে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২৩-২৪ সালে ৬.৫ শতাংশ হইবে আশা করিয়াছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ব বাজারে মন্দার আবহ থাকিলেও তুলনামূলকভাবে অনেকটাই স্বস্তিতে রহিয়াছে ভারত।স্টেট ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদদের মতে, ২০২৩ সালের মার্চের প্রকৃত জিডিপি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই নতুন আশা দেখিতেছে দেশ। ওই পরসংখ্যানই বলিতেছে, এভাবেই দেশের আর্থিক উন্নয়ন চলিতে থাকিলে , ভারত ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হইবে। ২০১৪ সালে বিশ্বে ভারতের অর্থনীতি দশম স্থানে ছিল। আগামী ৪ বছরের মধ্যে যাহা সাত ধাপ এগোবে বলিয়াই আশা করিতেছে এসবিআই।

এসবিআই-এর মতে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার হইবে ৮.১ শতাংশ। ব্যাঙ্ক জানাইয়াছে, ভারতের অর্থনীতিতে এখন ৬.৫ শতাংশ থেকে ৭.০ শতাংশ বৃদ্ধির হার খুবই স্বাভাবিক বিষয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ভারতের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ অনুমান করিতেছে।এসবিআই রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের অর্থনীতি ২০২২ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাইবে। এর মানে

হইল এই ৫ বছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র অর্থনীতির বর্তমান আয়তনের থেকেও বেশি হইবে। ২০২৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী জিডিপিতে ভারতের শেয়ার হইবে ৪ শতাংশ। এসবিআই বলিয়াছে, ২০৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করিবে, তখন জিডিপির আকার হইবে ২০ ট্রিলিয়ন ডলার।এর আগে গোল্ডম্যান স্যাক্স বলিয়াছে, আমেরিকাকে পিছনে ফেলিয়া ভারত বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে। একই সময়ে ব্রিটিশ এমপি দাবি করিয়াছেন, ২০৬০ সালে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হইবে অর্থাৎ চিনকেও ছাড়াইয়া যাইবে।ভারতের জিডিপির আকার প্রায় ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। আমেরিকা প্রায় ২৬ ট্রিলিয়ন ডলারের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। এরপর প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়া দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে চিন। ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতি জার্মানি ও এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানও ভারতের চাইতে এগিয়া রহিয়াছে। সত্যিই এটা ভারতের জন্য অতিব গর্বের বিষয়।

২২ আগস্ট ৪ দিনের সফরে দুই দেশে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রিসে রয়েছে কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আগামী ২২ আগস্ট ৪ দিনের সফরে দুই দেশে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৪ দিনের এই সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রিসে একাধিক রয়েছে কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রী মোদীর। আগামী ২২ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে তিন দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি মাতামেলা সিরিল রামাফোসার আমন্ত্রণে ১৫-তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। ২০১৯ সালের পর এটিই হবে প্রথম ফার্স-ইন-পার্সন ব্রিকস শিখর সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের পরে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্রিকস - আফ্রিকা আউটরিচ এবং ব্রিকস প্লাস সংলাপেও অংশ নেবেন, যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা আমন্ত্রিত অন্যান্য দেশগুলি থাকবে। এই সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী জোহানেসবার্গে উপস্থিত কয়েকজন নেতার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর গ্রীক সমকক্ষ কিরিয়াকোস মিৎসোটাকিসের আমন্ত্রণে চলতি মাসের ২৫ তারিখে গ্রিসে সরকারি সফর করবেন। ৪০ বছরের মধ্যে এটিই হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম গ্রিস সফর। প্রধানমন্ত্রী মোদী মিটসোটাকিসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন। তিনি উভয় দেশের ব্যবসায়ী নেতাদের পাশাপাশি গ্রিসে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী (১৯০৪-২০০৬)

সৈয়দ হাসমত জালাল

১৯২১ সাল। গান্ধিজি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের। সেই লোকে সাড়া দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যাপীঠ স্কুলের বেশ কয়েকজন ছাত্রও ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে। সেসময় কলকাতা থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, মৌলানা আহমদ আলী বেলডাঙায় এক বিশাল জনসমাবেশে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে প্রবল উত্তেজিত হয়ে ওঠে গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যাপীঠের ছাত্ররাও। পরদিন এক বিশাল জমায়েতে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, ব্রিটিশের গোলাম তৈরির কারখানা স্কুলে তাঁরা আর যাবে না। এরপর অধিকাংশ ছাত্রই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল।

ওই ছাত্ররা তখন তাদের নাম লিখিয়েছে জাতীয় কংগ্রেস। শুরু করেছে বিদেশি কাপড় পোড়ানো, মদ-গাঁজার দোকান ভাঙচুর বা পিকেটিংয়ের মতো কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে। একদিন তাদের মধ্যেই একজন ছাত্র তার সহপাঠীদের নিয়ে এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর দোকান থেকে কিছু বিলিতি কাপড় তুলে নিয়ে এসে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ওই ব্যবসায়ী থানায় গিয়ে ডায়েরি করতেই পুলিশ এসে ছ'জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে । কিন্তু পাঁচজন ছাত্রকে তাদের অভিভাবকেরা বন্ড লিখে দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে যান। কিন্তু যে ছাত্রটি ওই কাণ্ডে মূল হোতা, সে কিছুতেই বন্ড লিখে দিতে সম্মত হলো না। ফলে তাকে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। এই ছাত্রটির নাম সৈয়দ আব্দুল রহমান ফেরদৌসী। সাজাপ্রাপ্ত ফেরদৌসীকে প্রথম এক মাস বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে এবং তারপর দু'মাস কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো। এ বিষয়ে সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী ১৯৯৫ সালের শারদীয় 'কান্দী বান্ধব' পত্রিকায় 'আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনের কিছু স্মৃতিচারণ' শীর্ষক একটি রচনায় বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিন মাস কারবাসকালে ওইসব মহান নেতৃবৃন্দের দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে পুরোপুরি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। জেল থেকে ফিরে এসে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার নিজের গ্রামে খোশবাসপুর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোকর্ণ, চাটরা প্রভৃতি এলাকার প্রচুর সমবয়সী তরুণকে পাশে পেয়ে যান। তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সমাজ উন্নয়মনূলক কাজের পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছোট ছোট সভা ও সংগঠন করে যেতে থাকেন।

মূলত তাঁরই উদ্যোগে গোকর্ণ গ্রাম একটি প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয় যার সম্পাদক করা হয় ফেরদৌসীর বন্ধু গোকর্ণ গ্রামেরই জগদ্বন্ধু দাশকে আর সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় চাটরা গ্রামের মিয়া মসউদ্ উপ রহমানকে।

এই কমিটির পরিচালনায় গোকর্ণে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় ফেরদৌসীর আহ্বানে বহরমপুর থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সবায় এসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা দেন ফেরদৌসীও। ফেরদৌসী তাঁর বাগ্মিতার ও সাহসিকতার গুণে সকলের কাছেই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিলেন। এই সবার ফলে ওই বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তাদারা তৈরি হতে থাকে এবং প্রবল সাড়া পড়ে যায়। ফেরদৌসীর সঙ্গে জগদ্বন্ধু দাশ, রাধাশ্যাম চক্রবর্তী, ফণিভূষণ সিংহ ও আরও বহু কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দ গ্রামে গ্রামে গিয়ে সভা করতে থাকেন। সেই সঙ্গে চলে মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং। সেসময় মুসলিম লীগেরও সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন গ্রামে। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে মুসলিম সমাজের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভাজন

পরম সাহসিকতা ও সতীর্থ-বন্ধুদের সহযোগিতার ফলে লীগপন্থীরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এবং ফেরদৌসীর আকর্ষণে ও তার বুদ্ধিমত্তার কারণে স্থানীয় মুসলিম লীগের বেশ কিছু কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেয়।

ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ জেলার একদিকে সালার, তালিবপুর, অন্যদিকে লালগোলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন ফেরদৌসী ও তাঁর সতীর্থ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

১৯২৮-২৯ সালে গোকর্ণ কংগ্রেস কমিটির সক্রিয়তায় ওই এলাকার মানুষজনের ইচ্ছায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হয় গোকর্ণের কার্তিকডাঙায় এক জনসভায়। নেতাজী এসেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই কার্তিকডাঙার বিশাল মাঠটিতে উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেরদৌসীর পিতা সৈয়দ আব্দুল আহাদ (আল হোসাইনী) এই সভায় নেতাজীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হলো ফেরদৌসীর। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে আবার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ফেরদৌসীর। সেময় মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে এবং জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জের কংগ্রেস নেতা বিজয় ঘোষালের আহ্বানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার কিছু এলাকায় জনসভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে হবে। ভাগীরথী নদীর তীরে রঘুনাথগঞ্জে একটি খোলা ময়দানে প্রায় দশবারো হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল নেতাজীকে স্বাগত ও সমর্থন জানাতে। ওই সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র উপস্থিতিতে প্রথমেই ফেরদৌসীকে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করেন সভাপতি। নেতাজী পাশে থাকায় তিনি যেন এক অতিরিক্ত উদ্দীপনা অনুভব করেছিলেন সেদিন। তাঁর অগ্নিবর্ষী ভাষণের মধ্যেই ঘন ঘন করতালিতে জনগণ অভিনন্দিত করেন ফেরদৌসীকে। তিনি প্রায় ঘন্টাখানেক বক্তৃতা দেন। পরবর্তী দু'একজন বক্তার পরে সবশেষে নেতাজী ওঠেন ভাষণ দিতে। প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী তাঁর অপূর্ব তেজস্বী ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন ওই কয়েক হাজার জনতা। তাঁর বক্তৃতাশেষে সভাস্থল ফেটে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত করতালি ও জয়ধ্বনিতে। সভার পর সেই রাতে নেতাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটে ফেরদৌসীর। এই তৃতীয়বারের সাক্ষাতে তাঁর প্রতি সুভাষচন্দ্রের মধুর ব্যবহারের স্মৃতি ফেরদৌসীর মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত ছিল। ওই সভার কিছুদিন পরেই অরঙ্গবাদের রেকাবচাঁদ শেঠীর আমন্ত্রণে জেলা নেতৃত্ব শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী, শশাঙ্কশেখর সান্যাল প্রমুখের সঙ্গে ফেরদৌসীর এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে আসেন। এর পর, দিনটা ছিল ১৯৩০ সালের ২৭ আগস্ট, জঙ্গিপুরের কংগ্রেস নেতা বিজয় ঘোষালের আমন্ত্রণে ফেরদৌসী দ্বিতীয় বার জঙ্গিপুরে যান এবং সুতি থানার কালীগঞ্জ কারবালা ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ গ্রেফতার করে ফেরদৌসীকে। তাঁকে সেদিন নিয়ে যাওয়া হয় জেল হাজতে। পরে ২৯ আগস্ট তাঁকে জঙ্গিপুর মহকুমার তৎকালীন মহকুমা শাসক জি বি সেনের এজলাসে তোলা হয়। সেখানেই তাঁর বিচার হয় এবং বিচারে তাঁকে ছ'মাস কারদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। জঙ্গিপুর থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় তাঁকে পাঠানো হয় বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে। বহরমপুরে জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, গোকর্ণ ও কান্দি এলাকার তাঁর সতীর্থরা সহ এক বিপুল জনতা আসেন ফেরদৌসীকে অভিনন্দন জানাতে। সেময় বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মণি সিংহ, সুকুমার রায়চৌধুরী এবং করাচির কমিউনিস্ট নেতা জালালুদ্দিন বোখারী প্রমুখ। সৈয়দ আব্দুল রহমান ফেরদৌসী কম বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গত শতকের তিরিশের দশকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ, 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'গুলিস্তাঁ' প্রভৃতি পত্রিকা ছাড়াও ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প, কবিতা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল বইয়ের এক বিপুল ভাণ্ডার। গোকর্ণে একটি পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে তুলতেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বহরপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে ফেরদৌসীর সম্পাদনায় ও তাঁরই হাতের লেখায় প্রকাশিত হতো পত্রিকা। প্রথমে 'রক্তকেন' ও পরে 'বন্দিনী' নামে এই হাতে লেখা পত্রিকায় লিখতেন জেলবন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

আর একটি উল্লেখযৌগ্য ব্যাপার হলো, জেলের মধ্যেই কমিউনিস্ট নেতা জালালুদ্দিন বোখারী সহবন্দীদের ক্লাস নিতেন কমিউনিজম ও মার্কসবাদ বিষয়ে। ফেরদৌসীও জালালুদ্দিন বোখারীর কাছে কমিউনিজমের পাঠ নিতেন অন্যান্যদের সঙ্গে। বহরমপুরের সনৎ রাহা, অনন্ত ভট্টাচার্য, লালবাগের সুধীর ব্যানার্জি, রাধাকান্ত গোস্বামী, গোকর্ণের জগদ্বন্ধু দাশ, রাধাশ্যাম চক্রবর্তী প্রমুখ তাঁর সহবন্দী ও বন্ধুরাও এই ক্লাস করতেন। মার্কসবাদী দর্শন ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব পরাধীন ভারতেও প্রবলভাবেই পড়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মার্কসবাদে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। মুর্শিদাবাদেও পড়েছিল তাঁর প্রভাব। কমিউনিজন ও মার্কসবাদ সম্পর্কে পাঠ নেওয়ার ফলে ফেরদৌসীর রাজনৈতিক জীবন বাঁক নেয় এবং শুরু হয় অন্য এক অধ্যায়। ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ফেরদৌসীকে 'একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে তাঁর বহিষ্কার আদেশ জারি করে। তখন তিনি পরিবার-পরিজন ছেড়ে বর্ধমান জেলায় গিয়ে গোপনে এবং 'মৌলবী'র ছদ্মবেশে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যোদ দেন। বহু বৈচিত্র্যময় ঘনাবলীর মধ্যে দিয়ে তাঁর সংগ্রামী জীবন এগিয়ে চলে গল্প কাহিনীর মতো। এরকম একজন মানুষের জীবন বাস্তব হয়েও অতিক্রম করে গেছে সাধারণের বাস্তবতাকে। ২০০৬ সালে ১০২ বছর বয়সে খোশবাসপুর গ্রামে নিজস্ব বাসভবনে তিনি প্রয়াত হন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নির্বিকল্প প্লাস্টিক

বিশেষ প্রতিবেদন।। আগামী ২ অক্টোবর থেকে অসমে নিষিদ্ধ হতে চলেছে ১ লিটারের কম আয়তনের পানীয় জলের বোতলের উতপাদন ও ব্যবহার। আগামী বছর অক্টোবর মাস থেকে সে রাজ্যে নিষিদ্ধ হবে ২ লিটারের কম আয়তনের পানীয় জলের বোতলও। সম্প্রতি নাগাল্যান্ডেও প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্লাস্টিকের ব্যাগই নয়, প্লাস্টিকের থালা, বাটি, গেলাস, বেলুনের কাঠি, আইসক্রিমের চামচ, নিমন্ত্রণ পত্র-সহ বহুবিধ জিনিসের ব্যবহার, উতপাদন, বিক্রি, মজুতকরণ একই সঙ্গে নিষিদ্ধ করেছে তারা। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উতপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার এক বছর অতিক্রান্ত। অথচ, দোকান-বাজারে এখনও দেখা মেলে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের। আগের মতোই অতি বৃষ্টিতে প্লাস্টিকের স্তূপ আটকে দেয় নিকাশির মুখ। শহরে কিছু সচেতনতার ছবির খোঁজ পাওয়া গেলেও জেলায় তার ছিটেফোঁটাও নেই। স্বল্প দাম, সহজলভ্য এবং টেকসই হওয়ার কারণেই প্লাস্টিকের বিপুল চাহিদা। ফলে, তাকে বাজার থেকে সম্পূর্ণ সরানোর জন্য প্রয়োজন অল্প দামে, ভাল গুণমানের একাধিক বিকল্প উপাদানের সন্ধান, যা দিয়ে ব্যাগের পাশাপাশি দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্রও তৈরি করা যাবে। পাট এবং পাটজাত দ্রব্য অনেকাংশে সেই জায়গাটি নিতে পারত। পরিবেশবিদরাও ইতিপূর্বে বহু বার প্লাস্টিক বর্জন করে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যের চটকলগুলির অবস্থা দেখলে বিকল্পটির প্রতি ভরসা রাখা কঠিন। কাঁচা পাটের অভাব, পুরাতন প্রযুক্তির ব্যবহার, মালিক-শ্রমিক বিবাদ-সহ নানা কারণে চটকলগুলি ধুঁকছে। বর্তমানে খাদ্যশস্য ভরার কাজে একশো শতাংশ, এবং চিনির মোড়কের জন্য কুড়ি শতাংশ চটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক। রাজ্য থেকে চটের বস্তা কিনে নেয় কেন্দ্র। অথচ পরিস্থিতি এমনই যে, সেই বস্তাও রাজ্যের চটকলগুলি সরবরাহ করে উঠতে পারে না। অন্যান্য সামগ্রী দূর অস্ত

অপর দিকে, প্লাস্টিকের বিকল্প হিসাবে কাগজ টেকসই নয়। পুরনো কাপড় দিয়ে ব্যাগ তৈরির প্রয়াস বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিলেও তার ব্যবহার সমাজের নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ। শালপাতা, কলাপাতার বাক্স, বেত কিংবা সুপারির পাতা দিয়ে থালা, বাটি তৈরির বিচ্ছিন্ন চেষ্টাও চোখে পড়ে। কিন্তু দাম প্লাস্টিকের তুলনায় বেশি। প্রয়োজনের সময় ক্রয় করতে পারার মতো দোকানই বা কতগুলি আছে? সর্বোপরি, অধিকাংশটুকু এত দিন পরেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই আবদ্ধ। একটি বহুলপ্রচলিত দ্রব্যকে সরিয়ে বিকল্প সামগ্রী ব্যবহারকারীর হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সচেতন, নিখুঁত সরকারি পরিকল্পনা, উদ্যোগের প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে তা অনুপস্থিত। কেন মানুষ এক অনায়াসলভ্য, সস্তার জিনিস ছেড়ে বিকল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সেই যুক্তিগুলিও প্রাথমিক পর্বের পর আর সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরা হল না। তাই, বার বার প্লাস্টিক বন্ধের কথা ঘোষণা করা হলেও প্রাথমিক উত্তেজনা থিতিয়ে এলেই প্লাস্টিক স্বমহিমায় বাজারে ফেরে। লক্ষ্যপূরণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, বিচ্ছিন্ন উদ্যোগগুলিকে এক ছাতার তলায় আনা এবং নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চালানো। সেই সদিচ্ছা কি প্রশাসনিক কর্তাদের আছে?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের উন্নয়নে ভারত সব সময় পাশে আছে: প্রণয় ভার্মা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। বাংলাদেশের উন্নয়নে ভারত সব সময় পাশে আছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা।

শনিবার ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক স্মরণ সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রণয় ভার্মা বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ও মানুষকে তিনি যেভাবে ভালোবাসতেন তা এখনও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এটি শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ না, বরং দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও। বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অত্যন্ত দারুণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজকের এদিনে এসে সেজন্য আমরা তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। এছাড়া সামাজিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও আমাদের দুদেশের মধ্যে অত্যন্ত মিল রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের খারাপ সময়গুলোতে একে অন্যের পাশে থাকা ও ১৯৭১ এ যুদ্ধের সময় আমাদের স্যাক্রিফাইস দুদেশের বন্ধন আরও দৃঢ় করেছে। আমি আশা করি এটি আগামীতেও থাকবে।

ভারতীয় এ রাষ্ট্রদূত বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে। এ অগ্রযাত্রায় ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে আছে। একটি শান্তিপূর্ণ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে আছে। আর এটি শুধু অতীতেই নয়, বর্তমানেও তার ছায়া আছে এবং থাকবে। এছাড়া মানবিকতা, অন্যদের হিংসাত্মক অবস্থান বা বিভিন্ন বিচারকার্যের ক্ষেত্রেও সমতার নিরিখে বাংলাদেশের পাশে ভারতের শক্ত অবস্থান রয়েছে। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশের যে বন্ধুত্ব, বঙ্গবন্ধু যার ভিত রচনা করেছেন এবং মূল্য দিয়েছেন, আমি আশা করি সেই বন্ধুত্ব দুদেশই আগামীতে আরও উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাবে।

আমি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সব শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

প্রণয় ভার্মা বলেন, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিকভাবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ-ভারত শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের যৌথ সংগ্রাম এবং জনগণের আত্মত্যাগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে অটুট সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বন্ধন তৈরি হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও তার আত্মত্যাগের সম্মানে বাংলাদেশের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে এবং ১৯৭১ এর উত্তরাধিকার ও চেতনা রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটাই হবে বঙ্গবন্ধু ও তার উত্তরাধিকারের প্রতি সর্বকালের সেরা শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমরা আশা করি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে বঙ্গবন্ধুর জীবনকর্ম আমাদের পথ দেখাবে। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ও ১৫ আগস্টের শোকাবহ রাতকে স্মরণ করি।

এ সময় যোগাযোগ, নিরাপত্তা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুদেশের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে দুদেশ একত্রে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান, সংসদ সদস্য অ্যারমা দত্ত ও বাসন্তী চাকমা। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতি সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ সাহা মনি। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রশিদুল আলম। আয়োজন সঞ্চালনা করেন সমিতির প্রেসিডিয়াম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুল হক।

অমরনাথ যাত্রা : পা পিছলে ৩০০ ফুট নীচে পড়ে গেলেন পুণ্যার্থী, মর্মান্তিক মৃত্যু

শ্রীনগর, ১৯ আগস্ট (হি.স.): পবিত্র অমরনাথ গুহা থেকে ফেরার পথে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পা পিছলে প্রায় ৩০০ ফুট নীচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক পুণ্যার্থীর। মৃতের নাম-বিজয় কুমার শাহ (৫০)। তাঁর বাড়ি বিহারের রোহতাস জেলার টুম্বা গ্রামে। পবিত্র অমরনাথ গুহা থেকে ফেরার সময় কালীমাতার কাছে পা পিছলে ৩০০ ফুট নীচে পড়ে যায় সে।

শনিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, পবিত্র অমরনাথ গুহা থেকে ফেরার সময় কালীমাতার কাছে পা পিছলে ৩০০ ফুট নীচে পড়ে যান এক পুণ্যার্থী। ওই তীর্থযাত্রীকে মাউন্টেন রেসকিউ টিম এবং সেনাবাহিনী যৌথভাবে উদ্ধার করেছিল, কিন্তু পরে সে মারা যায়। ওই পুণ্যার্থীর বাড়ি বিহারের রোহতাস জেলায়।

স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি, নানা স্থানে জল জমেও ভোগান্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): স্বস্তির বৃষ্টিতে আবারও ভিজল রাজধানী দিল্লি। শনিবার ভোর থেকে একনাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে রাজধানী দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠেছে রাজধানীর আবহাওয়া। ঘর্মাক্ত গরম দূরীভূত হয়ে স্বস্তির আমেজ ফিরে এসেছে।

শনিবার বৃষ্টির শব্দেই ঘুম ভেঙেছে দিল্লীবাসীর। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে রাজধানী দিল্লির নানা স্থানে জল জমে গিয়েছে। দিল্লির বদরপুর এলাকায় রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ধীর গতিতে চলাচল করে যানবাহন। দিল্লির দ্বারকা রোড এলাকাতেও জল জমে গিয়েছে।

কর্ণাটকে আগুন ধরে গেল উদ্যান এক্সপ্রেসে; ধোঁয়ায় আতঙ্ক! কেউ হতাহত হননি

বেঙ্গালুরু, ১৯ আগস্ট (হি.স.): কর্ণাটকে আগুন ধরে গেল উদ্যান এক্সপ্রেসে। শনিবার সকালে সাঙ্গোল্লি রায়ন্না রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছনোর পর আগুন লেগে যায় উদ্যান এক্সপ্রেসে। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার দু"ঘণ্টা পর এই ঘটনা ঘটে। কোনও হতাহত অথবা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। দমকলের ইঞ্জিন ও বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ে জানিয়েছে, শনিবার সকালে সাঙ্গোল্লি রায়ন্না রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছয় উদ্যান এক্সপ্রেস। যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার দু"ঘণ্টা পর ট্রেনে আগুন ধরে যায়। স্টেশন চত্বর ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। কোনও হতাহত অথবা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। দমকলের ইঞ্জিন ও বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

বৃষ্টি থামতেই দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গে আবারও থেমে গিয়েছে বৃষ্টি, আগামী ২১ আগস্ট পর্যন্ত বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের জন্য কমই থাকবে। ২২ আগস্ট থেকে আবার বৃষ্টি বাড়বে। একটু বেশি বাড়বে ২৩ এবং ২৪ আগস্ট নাগাদ। আপাতত তাপমাত্রা কোনও পরিবর্তন নেই দক্ষিণবঙ্গের জন্য। ফলে দিনের বেলায় আর্দতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভব হবে। কলকাতার ক্ষেত্রেও বৃষ্টি কমে যাবে, আবার ২২ আগস্ট থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জন্য। কলকাতার ক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহের বুধ অথবা বৃহস্পতিবার নাগাদ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে পারে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ২১ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত এই

ভারত ন্যায়সঙ্গত এবং সমষ্টিগত সমৃদ্ধির সাফল্য অর্জনের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার বলেছেন যে ভারত ন্যায়সঙ্গত এবং সমষ্টিগত সমৃদ্ধির সাফল্য অর্জনের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক কিছু প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দৃঢ়তার সাথেই বলেন, দেশ এখন অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি নতুন যুগের চুঁড়ায় দাঁড়িয়ে এবং ২০৪৭ এর মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে।

দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিঙ্কডিনে একটি পোস্টের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এই উদ্ধৃতি নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এর প্রতিবেদন অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী মোদি সম্প্রতি দুটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণামূলক নিবন্ধের উল্লেখ করেন। তাঁর মন্তব্য, এই দুটো লেখাই ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে উৎসাহী সকলকে আগ্রহী করবে - এর একটি এসবিআই রিসার্চ থেকে এবং অন্যটি সাংবাদিক অনিল পদ্মনাভনের লেখা নিবন্ধ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বিশ্লেষণাত্মক লেখাগুলো এমন কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করে লিখিয়েছে যে কেমনভাবে ভারত ন্যায়সঙ্গত এবং যৌথ সমৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করে চলেছে। এই নিবন্ধগুলো থেকে বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করে শ্রী মোদি বলেন, এসবিআই রিসার্চ উল্লেখ করেছে যে গড় আয় (আই টি আর রিটার্নের উপর ভিত্তি করে) গত নয় বছরে প্রশংসনীয় ভাবে বেড়েছে। আয় সমীক্ষার মূল্যায়ন বছর ২০১৪ তে গড় আয় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ৪.৪ লক্ষ টাকা তা ২০২৩ এ বেড়ে হয়েছে ১৩ লক্ষ টাকা।দুটি প্রতিবেদন থেকে বেশ কিছু সংখ্যা তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন যে, এই নিবন্ধগুলি থেকে বেরিয়ে আসা তথ্য ভারতের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকেই কেবল প্রতিফলিত করে না বরং একটি জাতি হিসাবে তার সম্ভাবনার কথা আবারো অবলোকন করায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে 'জাতীয় অগ্রগতির জন্য ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি অবশ্য শুভ লক্ষণ। নিঃসন্দেহে, আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন যুগের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে "বিকশিত ভারত" হয়ে ওঠার জন্য আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে চলেছি'।

প্রধানমন্ত্রী তার ২০২৩ সালের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে পাঁচটি সংকল্প গ্রহণের কথা বলেন এবং তার মধ্যে একটি ছিল, দেশ যখন ২০৪৭-এ স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করবে, সেই ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্পের কথাও। এরপর থেকে, তিনি বারবার এই লক্ষ্যকে ঘিরে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রণয়ন করেছেন এবং দুর্নীতি এবং পরিবার কেন্দ্রিক রাজনীতির মতো ব্যাধিগুলো দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী লিঙ্কডিনে তার পোস্টে বলেছেন যে পদ্মনাভনের আইটিআর ডেটার অধ্যায়ন থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন আয়ের বন্ধনী জুড়েই করের ভিত্তি প্রসারিত হয়েছে এবং প্রত্যেক আয় বন্ধনীতেই ট্যাক্স ফাইলিংয়ে সংখ্যা ন্যূনতম তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি হয়েছে।

তেমনি প্রত্যেক রাজ্যেই আয়কর ফাইলিং এর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্য্যক্ষমতা দেখিয়েছে। ২০১৪ এবং ২০২৩ সালের মধ্যে আইটিআর ফাইলিংয়ের তুলনা করার সময়, সমস্ত রাজ্য ভিত্তিক অবদান বা অংশগ্রহণের ছবি আলাদা ভাবে তুলে ধরা হয়। শ্রী মোদী বলেন যে, 'উদাহরণস্বরূপ, আইটিআর ডেটা বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যটি আইটিআর ফাইলিংয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০১৪ সালের জুনের রিপোর্ট অনুসারে, সেসময় উত্তর প্রদেশে ১.৬৫ লাখ আইটিআর ফাইলিং হয়েছিল, কিন্তু ২০২৩ এর জুন মাসে এই সংখ্যা ১১.৯২ লক্ষে পৌঁছয়।

এসবিআই নিয়ে প্রতিবেদনটি আরেকটি উৎসাহব্যঞ্জক দিক তুলে ধরেছে। তা হলো, ছোট রাজ্যগুলি এবং তও উত্তর-পূর্বের মণিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড গত নয় বছরে আইটিআর ফাইলিংয়ে ২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে, যা প্রশংসনীয়। তিনি আরও বলেন যে এটি প্রমান করে যে, শুধু আয় বেড়েছে তাই নয়, সেই মতো কর দেওয়াও বেড়েছে। এবং, এটি আমাদের সরকারের প্রতি জনগণের আস্থার বহিঃপ্রকাশ।

প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণে বিশ্বাস করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : অশ্বিনী বৈষ্ণব

বেঙ্গালুরু, ১৯ আগস্ট (হি.স.): প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণে বিশ্বাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত জি-২০ ডিজিটাল অর্থনীতি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বৈষ্ণব বলেছেন, 'ডিজিটাল অর্থনীতির বৃদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করবে, এমন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনার জন্য একত্রিত হয়েছি। বেঙ্গালুরু বিশ্বের সবচেয়ে উদ্ভাবনী সংস্থাগুলির আবাসস্থল।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, 'ডিজিটাল ইকোনমি ওয়ার্কিং গ্রুপের জন্য ভারতীয় প্রেসিডেন্সি দ্বারা নির্বাচিত তিনটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হল - ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই), ডিজিটাল অর্থনীতিতে নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল স্কেলিং। এগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর অগ্রাধিকার প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণে বিশ্বাস করেন।'

বিহারের আরারিয়ায় সাংবাদিককে খুনের ঘটনায় ধৃত ৪, পলাতক দুই অভিযুক্ত

পাটনা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): বিহারের আরারিয়া জেলায় সাংবাদিক খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছে মোট ৮ জন, এর মধ্যে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক দুই অভিযুক্ত এবং দু""জন জেলে। শনিবার সকালে বিহার পুলিশ জানিয়েছে, সাংবাদিককে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ৮ জন। ৪ অভিযুক্ত হল-বিপিন যাদব, ভবেশ যাদব, আশিষ যাদব এবং উমেশ যাদব। এই ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রূপেশ যাদব ও ক্রান্তি যাদব নামে দু""জন আরারিয়া জেলে বন্দি। তাদের রিমান্ডে নেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। দুই অভিযুক্ত পলাতক।

উল্লেখ্য, বিহারের আরারিয়া জেলায় সাংবাদিককে গুলি করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই সাংবাদিককে হত্যা করেছে দুষ্কৃতীরা। মৃত সাংবাদিকের নাম-বিমল কুমার যাদব। আরারিয়া জেলার রানীগঞ্জ বাজার এলাকার ঘটনা। মৃত সাংবাদিকের বাবা শনিবার জানিয়েছেন, ৩-৪ দিন আগেই পুলিশি সুরক্ষার আবেদ

আগামীকাল চাইনিজ ওয়ালের ১২৭—তম জন্মদিন

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): গোষ্ঠ পাল। যিনি ''চাইনিজ ওয়াল'' অর্থাৎ চীনের প্রাচীর নামে পরিচিত। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এই নামটা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাক হিসেবে এই বরেণ্য বঙ্গ সন্তানকে তখনকার দিনে ''চাইনিজওয়াল'' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত গোষ্ঠ পাল রক্ষণভাগে যে ব্যূহ রচনা করতেন তা ভেদ করা প্রতিপক্ষের কাছে খুবই অসাধ্য ছিল। রক্ষণে খেলায় তিনি এতটাই খ্যাতিলাভ করেছিলেন যে দৈনিক ইংলিশম্যান তাকে চিনের প্রাচীর উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার জোভেশ্বর গ্রামে ১৮৯৬ সালের ২০ আগস্ট গোষ্ঠ পাল জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য বয়সে গ্রামেই মায়ের তত্ত্বাবধানে বাল্যশিক্ষা শেষ করে আটবছর বয়সে পড়াশুনার জন্য মা গোষ্ঠ পালকে নিয়ে চলে আসেন কলকাতার কুমোরটুলিতে। এখানেই বাড়ির কাছে সারদাচরণ এরিয়ান ইনসটিটিউশনে পড়াশুনো শুরু হয় গোষ্ঠ পালের। এখানে এসে ভিড়ে গেলেন ফুটবল দলের সঙ্গে। স্কুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সরোজ রায়। গোষ্ঠ পালের সঙ্গে কুমোরটুলি পার্কে নিয়মিত ফুটবল খেলা শুরু করেন গোষ্ঠ পাল। আর প্রকৃত ফুটবল খেলার সঙ্গে তার পরিচয়টা এখানেই ঘটে এবং খেলার প্রতি ক্রমশই আকৃষ্ট হতে থাকেন।

পরবর্তীকালে ১৯১১ সালে মোহনবাগানের সেই ঐতিহাসিক খেলার খেলোয়াড় রাজেন সেনের আনুকূল্যেই গোষ্ঠ পালের জীবনে উত্থান হয়। তিনিই আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন গোষ্ঠ পালকে। সেদিন তাঁর নজরে না পড়লে গোষ্ঠ পাল চায়নিজ ওয়াল হতে পরতেন কিনা সন্দেহ !

১৯১৩ সাল থেকে মোহনবাগানের হয়ে খেলতে শুরু করেন তিনি। মোহনবাগানে এসে প্রথম ম্যাচে ব্ল্যাক ওয়াচের বিরুদ্ধে রাইট হাফে খেলতে নেমে গোষ্ঠ পাল পুরোপুরি ব্যর্থ হন।এর পরের ম্যাচ ছিল ডালহৌসির সঙ্গে। এই ম্যাচে গোষ্ঠ পালের পজিশন পরিবর্তন করে রাজেন সেন গোষ্ঠপালকে ব্যাকে নিজের পাশে খেলালেন। গোষ্ঠ পাল সসম্মানেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। এরপর থেকে এই পজিশনেই সারা জীবনের মত স্থায়ী আসন করে নিলেন গোষ্ঠ পাল। ১৯১২ থেকে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর দলের হয়ে রাইট ব্যাকে খেলেছেন গোষ্ঠ পাল।

ব্যাকে খেললেও কিন্তু মাঠ দাপিয়ে বেড়াতেন সিংহের বিক্রমে। তার ট্যাকলিং কভারিং এবং অনুমান ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সেই সময়ে তিনি শক্তিশালী ইংরেজদের কাছেও ছিলেন জীবন্ত আতঙ্কের মত। মিলিটারি সাহেবদের যম ছিলেন গোষ্ঠপাল।

তার দুরন্ত খেলার কাছে ব্রিটিশদের বারবার ভূলুণ্ঠিত অপমানিত হতে দেখে বাঙালিজাতি ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে তাঁকে পরম আদরে বুকে তুলে নিত। এই বিচারেও , পরাধীন যুগে জাতীয় চেতনা উজ্জীবনেও গোষ্ঠ পালের পরোক্ষ অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ভারত সরকার সর্বকালের প্রিয় ফুটবলার গোষ্ঠপালের প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়েছেন ১৯৬২ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে গোষ্ঠ পালই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

১৯৭৬ সালে গোষ্ঠ পালের গৌরবময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছল ৭২-এ, ভারতে ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৬০ জন, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের সামান্য বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭২ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১,৪৫২ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩১,৯২৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্য্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৩,১৭১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩২,৮৪৪ জনের শরীর থেকে নমুনা

সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬০,৩৫৬-তে পৌঁছেছে।

শমলায় ভূমিধস আতঙ্ক : ষষ্ঠ দিনে পড়ল তল্লাশি অভিযান, এখনও নিখোঁজ ৪ জন

শিমলা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ভয়াবহ ভূমিধসের পর ৫-দিন অতিক্রান্ত, হিমাচল প্রদেশের শিমলার সামার হিল এলাকায় এখনও উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে। শনিবার ষষ্ঠ দিনে পড়ল উদ্ধারকাজ ও তল্লাশি অভিযান। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ইন্সপেক্টর নাসিফ খান বলেছেন, তল্লাশি অভিযান ষষ্ঠ দিনে পড়ল। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সেনাবাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

শুক্রবারই ১৬টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। আরও ৪ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে শিমলায় সামার হিল এলাকায়। ৫-দিন কেটে গিয়েছে, অথচ এখনও ৪ জন নিখোঁজ। তবে, ওই ৪ জনের বেঁচে থাকার আর কোনও সম্ভাবনাও নেই।

এনডিআরএফ-এর ১৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড বি এস রাজপুত বলেছেন, উদ্ধারকাজে বিশেষ প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হয়েছে।

২০ আগস্ট থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে মিলবে টমেটো, মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে উদ্যোগ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আগস্টের ২০ তারিখ, রবিবার থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৪০ টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন এবং ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজ্যুমারস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডকে প্রতি কেজি ৪০ টাকায় টমেটো বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছে ভোক্তা বিষয়ক দফতর।

দিল্লি-এনসিআর-এ টমেটোর খুচরা বিক্রি শুরু হয়েছে গত ১৪ জুলাই থেকে।

এ পর্য্যন্ত দু""টি সংস্থার দ্বারা ১৫ লক্ষ কেজিরও বেশি টমেটো সংগ্রহ করা হয়েছে, যা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি-এনসিআর, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার। নাফেড দ্বারা সংগৃহীত টমেটোর খুচরা মূল্য প্রাথমিকভাবে প্রতি কেজি ৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা ভোক্তাদের সুবিধা দিতে দাম হ্রাস করা হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো ঘণ্ট

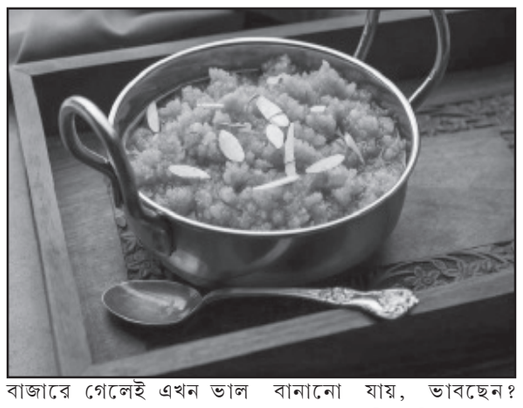

বাজারে গেলেই এখন ভাল চালকুমড়োর দেখা মেলে। থলিভর্তি করে চালকুমড়ো নিয়ে আনলেও আবার ঝক্কি পোহাতে হয়। সাধারণ তরকারি বানালে কেউই খুব বেশি খেতে চায় না এই সব্জি। নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো ঘণ্ট ছাড়া আর কী বানানো যায়, ভাবছেন? চালকুমড়ো দিয়ে কিন্তু নোনতা থেকে মিষ্টি, নানা ধরনের রেসিপি বানানো যায়।

রইল এমন ৩টি সুস্বাদু রেসিপি, চালকুমড়ো দিয়ে যা ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারেন।

চালকুমড়োর হালুয়া: একটা চালকুমড়ো ভাল করে গ্রেড করে নিন। এ বার চালকুমড়ো থেকে অতিরিক্ত জল চিপে বার করে নিন। কড়াইতে বেশি করে ঘি গরম করে এলাচ ফোড়ন দিন। চালকুমড়ো দিয়ে অল্প আঁচে নাড়াচাড়া করুন। এ বার দুধ দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। দুধ ঘন হয়ে এলে চিনি কিংবা মিল্কমেড দিন। হালুয়া থেকে ঘি ছাড়তে শুরু করলে উপর থেকে পিস্তা-বাদাম কুচি আর এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

চালকুমড়োর স্যুপ: চালকুমড়ো ঘষে নিন। এ বার কড়াইতে সামান্য মাখন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি ভেজে নিন। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিন। এ বার গ্রেট করা চাল কুমড়ো, সব রকম সব্জি, আর চিকেন স্টক দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা করে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। আবার একটু গরম করে পরিবেশন করুন চালকুমড়োর স্যুপ।

পোরিয়াল: নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো তো প্রায়ই খান, তবে ভিন্নস্বাদের একটি রেসিপি বানিয়ে দেখতে পারেন। ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন চালকুমড়ো। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে সর্ষে, কারিপাতা, বিউলির ডাল ফোড়ন দিয়ে। এ বার চালকুমড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। পরিমাণ মতো নুন, হলুদ দিয়ে ভাজাভাজা করে নিন। এ বার শুকনো তাওয়ায় ভেজে রাখা বেসন ছড়িয়ে দিন সব্জির উপর। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পোরিয়াল।

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে

গ্যাস-অম্বলের সমস্যা বাঙালির লেগেই রয়েছে। দৈনন্দিন যাপনের সঙ্গেই যেন মিশে আছে এই ধরনের সমস্যা। হজমের গোলমালে ওজন বেড়ে যেতে পারে। তাই ছিপছিপে থাকতে হজমজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। তবে হজমের গোলমাল ঠেকাতে অনেকে বিভিন্ন ওষুধ খান। এই ধরনের ওষুধ বেশি না খাওয়াই ভাল। শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

হিতে বিপরীত হয় অনেক সময়ে। বরং হজমের গোলমাল ঠেকাতে সকালের কিছু অভ্যাস করা জরুরি।

ভেজানো কাঠবাদাম খান

কাঠবাদাম শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই বাদামে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগমেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, প্রোটিন, মিনারেলসের মতো উপাদান। প্রতিটি উপাদান শরীর ভিতর থেকে সুস্থ রাখে, হজমের গোলমাল কমায়। ড্রাই ফ্রুটস খান অনেকেই। তবে কাঠবাদাম সে ভাবে খেলে হবে না। হজমের সমস্যা ঠেকাতে কাঠবাদাম খেতে হবে ভিজিয়ে।

ঈষদুষ্ণ লেবুজল

ওজন ঝরাতে খালিপেটে লেবুজল খান অনেকেই। তবে এই পানীয় শুধু ওজন ঝরাতে উপকারী নয়। হজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখতেও এর ভূমিকা অনেক। লেবুতে থাকা অ্যাসিড পেটে গ্যাস জমতে দেয় না। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায় লেবুজল। তাই নিয়ম করে খালিপেটে যদি খেতে পারেন এই পানীয়, তা হলে উপকার পাবেন।

শরীরচর্চা

সুস্থ থাকতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। নিয়ম করে এই অভ্যাস করলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। হজমের সমস্যাও কমে। তবে কী ধরনের শরীরচর্চা করলে তবেই এই উপকার পাওয়া যায়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। স্ট্রেচিং করতে পারেন কিংবা যোগাসন। তবে জিম করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

কোলেস্টেরলের চোখরাঙানি বেড়েছে

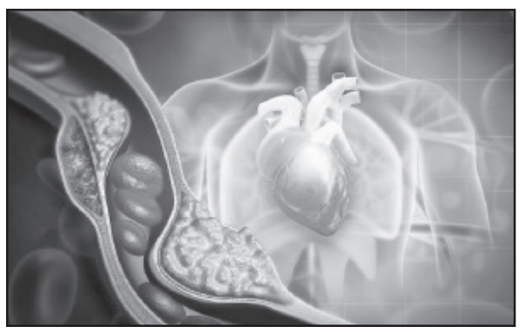

অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এবং শরীরচর্চার অভাবের জেরে বেশির ভাগ ঘরেই এখন হার্টের রোগী আছেন। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে ‘২খারাপ” কোলেস্টেরল এ সব যেন মানুষের নিত্যসঙ্গী। এক বার ওষুধ খাওয়া শুরু করলে আর রেহাই নেই। তাই প্রথম থেকেই ওষুধনির্ভর জীবন বেছে না নিয়ে, ডায়েটে কিছু পরিবর্তন এনে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই কোলেস্টেরলকে জব্দ করুন।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। প্রতি দিন রান্নায় বেশি তেল ব্যবহার করা যাবে না। আর এমন খাবারই খান, যাতে ওজন না বাড়ে। ওজন যথাযথ থাকলে কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেশি করে শাকসব্জি ডায়েটে রাখলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। উদ্ভিজ খাবারে দ্রবণীয় ফাইবার বেশি মাত্রায় থাকে। দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরল ও লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ওটমিল, আপেল, মটরশুটির মতো খাবার দ্রবণীয় ফাইবারের একটি ভাল উত। তা শরীরকে কোলেস্টেরল শোষণ করতে বাধা দেয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ গ্রাম ফাইবার ডায়েটে রাখলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, কার্ডিয়োভাসকুলার রোগের আশঙ্কা দূর করা যায়। ওটমিল ছাড়াও বার্লির আটা, তিলের বীজ, সূর্যমুখী বীজ, কুমড়ার বীজ, চিয়া বীজ, রসুন, পেঁয়াজ, সয়াবিন, টফু এবং সয়া দুধে ভাল মাত্রায় দ্রবণীয় ফাইবার থাকে।

কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজের ডায়েট থেকে অতিরিক্ত চর্বি, কার্বোহাইড্রেট, চিনি বাদ দিতে হবে। ছবি:শাটারস্টক।

পুষ্টিবিদদের মতে, ঈষদুষ্ণ জলে সব রকম বীজ ভিজিয়ে সকালে খাওয়ার অভ্যাস করলে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সঙ্গে ডাবের জল খেতে পারেন। ডাবের জল শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ময়দার বদলে জলখাবারে বার্লির রুটি খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে বাটিভর্তি স্যালাড খাওয়া অভ্যাস করুন।

ভাজাভুজি মানেই অস্বাস্থ্যকর নয়

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাইরের খাবার কম খান অনেকেই। তবে বাঙালি ভোজনরসিক। স্বাস্থ্যসচেতন বাঙালির হেঁশেলেও বৃষ্টি- বাদলার সন্ধ্যায় মাঝেমাঝে পকোড়া, ফিশফ্রাইয়ের মতো মুখরোচক খাবার তৈরি হয়। এই ধরনের খাবার সাধারণত ডোবা তেলে ভাজা হয়। শরীরের খেয়াল রাখতে ডোবা তেলে ভেজা খাবার খান না অনেকেই।

তবে তেলে ভাজা মানেই যে তা অস্বাস্থ্যকর, তা কিন্তু নয়। ডোবা তেলে ভাজা খাবার খেয়েও কিন্তু সুস্থ থাকা যায়। সে ক্ষেত্রে ভাজার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

১) ছোট এবং বড় গ্যাস ওভেনে দুই ধরনের বার্নার থাকে। ডিপ ফ্রাই করার ক্ষেত্রে সব সময় ছোট বার্নার ব্যবহার করা জরুরি। আঁচ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। খাবার খুব কড়া হয়ে যায় না। বড় বার্নারে কিছু রান্না করলে আঁচ সহজে কমানো যায় না। তাতে খাবার বেশি ভাজা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

২) ভিজে কড়াইয়ে তেল ঢালবেন না। যে কোনও রান্নার প্রথম শর্ত এটাই। কড়াই ভাল করে গরম না হলে তেল না দেওয়াই ভাল। এতে রান্নার স্বাদ ভাল হয় না। সেই সঙ্গে খাবার তেল শোষণ করে বেশি। আগুনের তাপে কড়াই তেতে উঠলে তবেই তেল ঢালুন।

৩) ভাজাভুজির ক্ষেত্রে আঁচ একটা বড় বিষয়। কখনও বেশি আঁচে কিছু ভাজবেন না। তাতে খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। বেশি মুচমুচেও হয়ে যায়।

৪) অনেক সময় তেলের পরিমাণ বেশি হলেও খাবার কড়াইয়ে আটকে যায়। তেমন কিছু হবে কি না, তা আগে এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। তেল দেওয়ার আগে এক বার কোনও খাবারের টুকরো কড়াইয়ে ফেলে দেখুন, আটকাচ্ছে কি না। যদি খাবার কড়াইয়ে লেগে যায়, তা হলে কড়াই আরও এক বার মেজে নিতে পারেন।

সন্তানকে প্রথম বার নিজে হাতে স্নান করাবেন, কী কী মাথায় রাখবেন?

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সদ্যোজাত সন্তানকে প্রথম বার ধরতে গেলেই কেমন যেন বুক কেঁপে ওঠে। ছোট্ট, তোয়ালের মধ্যে দলা পাকানো শরীরটা কী করলে আরাম পাবে, সেই চিন্তা ঘুরতে থাকে মাথায়। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর প্রথম দু’-এক দিন স্নান না করালেও চলে। তবে গরমকাল এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখারও প্রয়োজন রয়েছে।

তাই স্নান করানো জরুরি বলে মনে করেন অনেকেই। তবে স্নান করানোর সময়ে অযথা ঝক্কি এড়াতে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতেই হবে।

স্নানের আগে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে?

১) গামলায় খুব বেশি জল নেওয়া যাবে না। যাতে আধশোয়া অবস্থায় থাকলে যেন শিশুর কাঁধ পর্যন্ত জল না পৌঁছয়।

২) শিশুর গায়ে জল দেওয়ার আগে নিজের কনুই ডুবিয়ে দেখে নিতে হবে, জলের তাপমাত্রা কেমন। ৩) শিশুর গা থেকে পোশাক খোলানোর আগে চেষ্টা করতে হবে ঘরের সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ রাখার। যেন বাইরের হাওয়া সরাসরি শিশুর গায়ে না লাগে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। ৪) এ বার পায়ের পাতা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে রাখতে হবে। জলের তাপমাত্রার সঙ্গে শিশুর শরীর খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করলে পুরো শরীরে জল দেওয়া যেতে পারে। ৫) জল দেওয়ার পর গায়ে শিশুদের জন্য তৈরি মাইল্ড তরল সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে। মুখে আলাদা করে সাবান দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৬) স্নান হয়ে গেলে গামলার জল ফেলে দিতে হবে। এ বার মাথায় শ্যাম্পু করানোর জন্য স্নানের জলের তুলনায় ঠান্ডা জল নিতে হবে। ৭) এ বার কোলের মধ্যে রেখে শুধু মাথাটুকু ভিজতে পারে এমন ভাবে জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে হবে। এ বার নরম, সুতির কাপড় ভিজিয়ে তার মধ্যে শ্যাম্পু দিতে হবে। ওই কাপড়ের সাহায্যে মাথার সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত হালকা হাতে ঘষে ঘষে মাথা পরিষ্কার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, চোখে যেন জল না আসে। শ্যাম্পুর ফেনা চোখে লাগলেও শিশুরা অস্বস্তিতে পড়তে পারে। সে দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। ৮) এ বার শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা মুছিয়ে নিতে হবে। মাথার জন্য আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করাই শ্রেয়। ৯) স্নান শুরুর আগে হাতের কাছে আলাদা তোয়ালে, পোশাক, পাউডার রাখতে হবে।

উল্টো দিকে হাঁটা শরীরের জন্য ভাল

জিমে গিয়ে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শরীরচর্চা বা যোগাসন, কোনওটাই পছন্দ নয়। শরীরের অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে, ফিটনেস বজায় রাখতে আদি এবং অকৃত্রিম ব্যায়াম হাঁটার উপরেই ভরসা করেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল থেকে ওবেসিটি সমস্ত কিছুর দাওয়াই হাঁটা। কিন্তু বেশ কিছু দিন হাঁটাহাটি করার পরেও আশানুরূপ ফল মেলে না অনেকের। অনেকেরই ধারণা নেই, কী ভাবে হাঁটলে এবং কতটা হাঁটলে তার প্রভাব শরীরে গিয়ে পড়তে পারে। ফিটনেস প্রশিক্ষকেরা প্রায়শই বলে থাকেন, কতটা হাঁটছেন, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল কী ভাবে হাঁটছেন। সাধারণত হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে চলাই দস্তুর। কিন্তু শুনতে অস্বাভাবিক লাগলেও শরীরের সার্বিক উন্নতির জন্য পিছনে হাঁটার অভ্যাস করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিছনে হাঁটা অভ্যাস করলে কী কী উপকার হতে পারে

১) ক্যালোরি ঝরে

প্রশিক্ষকেরা বলছেন, সামনে হাঁটার অভ্যাস যে পরিমাণ ক্যালোরি পোড়ায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ ক্যালোরি বার্ন করা সম্ভব উল্টো দিকে হেঁটে।

২) মন ভাল রাখে

মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়ার মধ্যে একঘেয়েমি আসা স্বাভাবিক। শরীরের সঙ্গে মনের গভীর যোগ রয়েছে। শরীরচর্চার সঙ্গে মন যদি ভাল না থাকে, সে ক্ষেত্রে ওজনে প্রভাব পড়বে না। উল্টো দিকে, হাঁটলে সেই একঘেয়েমি কাটতে পারে। ৩) পায়ের পেশি মজবুত করে

পায়ের পেশি মজবুত করতে ব্যায়াম যত না কাজ করে, তার চেয়ে দ্রুত কাজ করে উল্টো দিকে হাঁটা। শুধু পায়ের নয়, দেহের নিম্নাংশের সব পেশির নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে।

৪) দেহেরভারসাম্য

উল্টো দিকে হাঁটলে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে। অনেকেই ব্যালান্সের অভাবে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যান। তাঁরা এই ভাবে হাঁটা অভ্যাস করলে উপকার পেতে পারেন। ৫) বিপাকহার উন্নত করে ওজন ঝরানো থেকে সার্বিক ভাবে শরীরের উন্নতি সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল বিপাকহার। বিপাকহার উন্নত করতে অনেকেই নানা রকম পানীয় খেয়ে থাকেন। তবে প্রশিক্ষকেরা বলছেন, পানীয়ের সঙ্গে উল্টো দিকে হাঁটা যোগ করলে তা আরও জোরদার ভাবে বিপাকহারকে প্রভাবিত করবে।

ছুটির দিনে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো

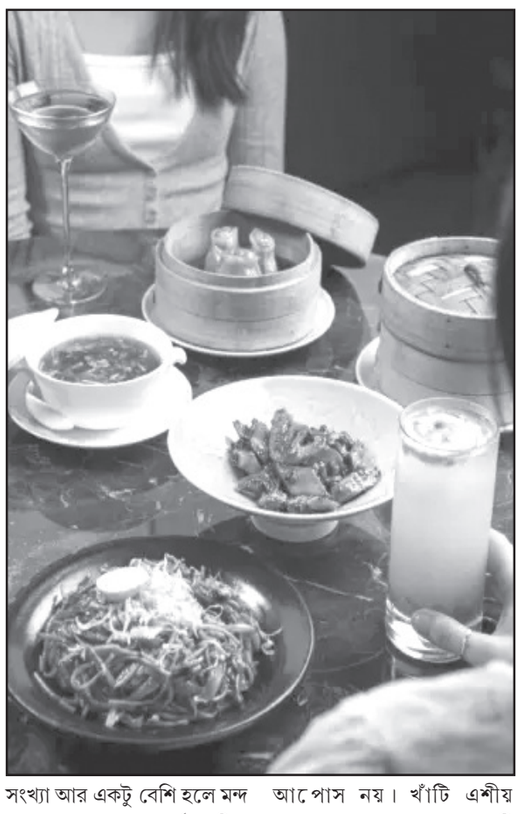

ছুটির দিনে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে কমবেশি সকলেই ভালবাসেন। কেউ ময়দানে হাতে হাত রেখে ঘুরতে ভালবাসেন কেউ আবার নিরিবিলিতে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। কারও কাছে আবার খাওয়াদাওয়াটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় জনের সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর জন্য ভাল রেস্তরাঁর খোঁজ করছেন? গন্তব্য হতে পারে “ইওচা”।

এশীয় খাবার পছন্দ হলে কোয়েস্ট মলের এই রেস্তরাঁটি কিন্তু প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর পছন্দের ঠিকানা হতেই পারে।

রেস্তরাঁয় ঢুকলেই নজর কাড়বে আশপাশের পরিবেশ। কাচঘেরা দেওয়ালের ওপারে শহর কলকাতার ব্যস্ততার ছবি আর এ পারে শুধুই যেন তুমি আর আমি। সম্প্রতি “ইওচা” নিয়ে এসেছে তাদের সপ্তাহান্তের বিশেষ “ব্রাঞ্চ মেনু”। মোমোপ্রেমী হলে এই মেনু কিন্তু আপনার মনে ধরবে। স্টার্টার, মেন কোর্স, ডেসার্ট, মকটেল দিয়ে সাজানো মেনুতে থাকছে রকমারি খাবারের বাহার। বিশেষ “ব্রাঞ্চ মেনু”তে আপনি বেছে নিতে পারেন নিজের পছন্দের খাবার। হট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন স্যুপ উইথ ট্রামপেট মাশরুম কিংবা ভেজ সুইট কর্ন স্যুপ বেছে নিতে পারেন পছন্দ অনুযায়ী। মেনুতে থাকছে মোমোর নানা পদ, তবে পর্ক অ্যান্ড প্রন সুই মাইটা চেখে দেখতে ভুলবেন না। ভিন্ন স্বাদের ডাম্পলিং খাওয়ার ইচ্ছে হলে সিটাকে মাশরুম ডাম্পলিংও আপনার খেতে ভাল লাগবে। মেনকোর্সেও থাকবে ফ্রায়েড রাইস, নুডল, চিকেনের নানা পদ। এই মেনুতে যে পদটার কথা না বললেই নয়, তা হল চকোলেট হেজলনাট মুজ। মিষ্টিপ্রেমী হলে রাস্পবেরি ডিলাইটও আপনার মন কাড়বে। খাবারের সঙ্গেই অর্ডার করে ফেলতেই পারেন পছন্দসই ককটেল।

সপ্তাহান্তে বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে ডেট হোক কিংবা পরিবারের সঙ্গে হইহুল্লোড় “ইওচা”কে রাখতেই পারেন পছন্দের তালিকায়। সপ্তাহান্তে বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে ডেট হোক কিংবা পরিবারের সঙ্গে হইহুল্লোড় “ইওচা”কে রাখতেই পারেন পছন্দের তালিকায়। এই “ব্রাঞ্চ মেনু”র জন্য জনপ্রতি খরচ পড়বে ১৯৫০ টাকা। দাম অনুযায়ী খাবারের পদগুলির সংখ্যা আর একটু বেশি হলে মন্দ হত না। মেন কোর্সে আমিষ কিংবা নিরামিষ, দু’ক্ষেত্রেই আরও কিছু বিকল্প পদ থাকলে গ্রাহকরা আরও বেশি উপভোগ করতে পারতেন এই মেনু। তবে রান্নার স্বাদ নিয়ে কোনও রকম আপোস নয়। খাঁটি এশীয় খাবারের স্বাদ পাবেন সব ক’টি পদেই। এখানকার সুই মাই ও ডাম্পলিং সত্যিই অনবদ্য। শনি ও রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই ব্রাঞ্চ মেনু উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা।

প্রশাসনকে আরও দক্ষ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): প্রশাসনকে আরও বেশি দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, দ্রুত এবং স্বচ্ছ করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে ভারত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, বর্তমানে ভারতে ৮৫০ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা ডেটা খরচ উপভোগ করছে। শনিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত জি-২০ ডিজিটাল অর্থনীতি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, বিশ্বব্যাপী রিয়েল-টাইম পেমেন্টের ৪৫ শতাংশেরও বেশি ভারতে হচ্ছে... কোউইন পোর্টাল ভারতের টিকাকরণ অভিযানকে সমর্থন করেছে...আমরা ""ভাশিনী"" একটি এআই-চালিত ভাষা অনুবাদ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি। এটি ভারতের সমস্ত বৈচিত্র্যময় ভাষায় ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'সমাধানের জন্য ভারত একটি আদর্শ পরীক্ষাগার। একটি সমাধান যা ভারতে সফল হয়, তা বিশ্বের যে কোনও জায়গায় সহজেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। ভারত নিজস্ব অভিজ্ঞতা বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত।'

মুক্ত চিন্তা!' নিয়ে সওয়াল পুলিশকর্তা সুপ্রতীমের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : সিসিটিভি-র বিরোধী যাদবপুরে পড়ুয়াদের একাংশ 'মুক্ত চিন্তা!'-র পক্ষে সওয়াল করায় মন্তব্য করলেন পুলিশকর্তা সুপ্রতীম সরকার-সহ অনেকে।

সুপ্রতীমবাবু ফেসবুকে লিখেছেন, "মুক্ত চিন্তা! মুক্ত ভাবনা! চিন্তা-ভাবনাই তো শিক্ষার আধার। "শিক্ষা"-র নমুনা তো দেখাই যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ এক জিনিস, "শিক্ষা" আরেক। দ্বিতীয়টা ওখানে হয় না। জেনে নেওয়া ভাল। মেনে নেওয়া ভাল।"

প্রতিক্রিয়ায় অরিন্দম দীঘল লিখেছেন, " ১০১ সহমত আপনার সঙ্গে। একই সঙ্গে একটা ব্যাপার অবাক করছে, ওরা বলছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিশ ঢুকতে পারবে না। তার মানে ওটা অন্য কোনও দেশ নাকি ? নাকি ওখানে অন্য শাসন ব্যবস্থা চলছে ? এরপর তো প্রকাশ্যে খুন করলেও ওরা বলবে পুলিশ ঢুকতে পারবে না!" আরজে রয় লিখেছেন, "ওটা মনে হয় অন্য এক দেশ হয়ে গেছে। নিজস্ব আইন-কানুন, নিজস্ব নীতি-নিয়ম। অথচ সমাজ-সচেতনতার নামে যা যা হয়, মাঝে মাঝে কাগজে আর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায়--তা কীসের সচেতনতা বাড়ায়, আর এই সচেতন মানুষরা তারপর সমাজের কতটা উন্নতি করে, সেই হিসেব মেলাতে পারি না।"

মহুয়া সাঁতরা লিখেছেন, "নিয়ম না মানার অন্যায়ের স্বপক্ষে কী সব ভুতুড়ে যুক্তি !! ভাবা যায় না।" অর্ঘদীপ আচার্য্য লিখেছেন, "একমত। যে মুক্তচিন্তা এই জঘন্য প্রথাকে প্রশ্রয় দেয়, এবং বছরের পর বছির ধরে দিয়ে এসেছে, এমন মুক্ত চিন্তা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়।" অরিজিতা দত্ত লিখেছেন, "সিসিটিভি বসানোর জন্যে নাকি ঐকমত্য দরকার ছাত্রদের। এবার থেকে রাস্তা / বাড়ী/ হোটেল বা অন্যত্র নজরদারির জন্য সিসিটিভি লাগানোর আগে চোর / ডাকাতের সঙ্গে ঐকমত্য হয়ে কাগজে লিখিত করে নিতে হবে দেখছি।"

জয়জিৎ বিশ্বাস লিখেছেন, "আসল শিক্ষা হলো মানুষ হওয়া যা এখন হয় না। পৃথিবী তা কেমন যেনো অমানুষিক হয়ে যাচ্ছে।" অনির্বান চন্দ লিখেছেন, "রাজনৈতিক দাদাদের মুক্তাঙ্গনে ছাত্ররা দাবার বোড়ে। আশা করব আইনরক্ষকেরা অন্তত একবার অন্য কারোর নির্দেশ পালন না করে নিরপেক্ষ ভাবে কিছু করে

যাদবপুরে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত। মূল ঘটনার পর সাত দিন কেটে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের দোষ পাওয়ার পরেও কারও বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এবং পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শনিবার দিনের প্রথমার্দ থেকেই যাদবপুরে এসএফআই এবং তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বিজেপি ভাবাপন্ন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্দকরা বসছেন দিনের দ্বিতীয়ার্দে। শুক্রবার পড়ুয়া এবং প্রাক্তনী মিলিয়ে আরও তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের শনিবার আলিপুর আদালতে হাজির করানো হবে। আরও কয়েক জনের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুতে আরও কয়েক জনের ভূমিকা পুলিশের আতশকাচের তলায় রয়েছে। গত ৯ অগস্ট রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে কী ঘটেছিল? তা জানতে মরিয়া তদন্তকারীরা। এই নিয়ে ধৃত ১২ জনকে জেরাও চালাচ্ছেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন বেশ কয়েক জনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কার, যান চলাচল নিয়ে বিকল্প ভাবনা

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : হুগলি সেতুর সংস্কারের কাজ শুরু হলে সেখানে যানচলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে ট্র্যাফিক প্রশাসনের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হবে। তাই ঠিক করা হয়েছে, পুজো এবং উৎসবের দিনগুলির ভিড় কেটে যাওয়ার পর নভেম্বর মাসে সেতুর সংস্কারের কাজে হাত দেবে রাজ্য প্রশাসন। সব ঠিকঠাক থাকলে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দ্বিতীয় হুগলি সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতে পারে। সম্প্রতি নবান্ন সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। যদিও প্রথমে ঠিক হয়েছিল, পুজোর আগেই সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হবে। কিন্তু উৎসবের মরশুমে ওই কাজ 'ঝুঁকিপূর্ণ' হতে পারে বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন। শারদোৎসব থেকে শুরু করে দীপাবলির সময় শহর কলকাতা ও শহরতলিতে চাপ বাড়ে ট্র্যাফিকের উপর। তাই এমন সময়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কারে নামছে না সরকার। গোটা বিষয়টি নিয়ে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তাতে পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা ছাড়াও ছিলেন রাজ্য প্রশাসনের বরিষ্ঠ পুলিশকর্তারা। সেখানে সেতু সংস্কারের কাজে কী কী ধরনের সমস্যা আসতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেই খবর। প্রতিদিন এই সেতু দিয়ে প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে। রাজ্য সরকারের সদর দফতর তথা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় নবান্ন যেতে গেলেও এই সেতুটিই অন্যতম পথ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে যেতে এই পথই ব্যবহার করেন। রাজ্যের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সেতুটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, দিল্লি ও বম্বে রোড দিয়ে দ্রুত কলকাতায় প্রবেশ করতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সেতুটি ব্যবহার করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্য কলকাতার সঙ্গে অন্য জেলা তথা ভিন্ রাজ্য থেকে আসা যানবাহনগুলি যোগাযোগের জন্য এই সেতুটি ব্যবহার করে। পাশাপাশি, দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে টোল আদায়ের মাধ্যমেও রাজস্ব আদায় হয়।

আগামীকাল মেসিদের ফাইনাল, অগ্নি মূল্য টিকিট নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে!

যুক্তরাষ্ট্র, ১৯ আগস্ট(হি.স.): প্রথমবারের মতো লিগস কাপের ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি, লিওনেল মেসির অসাধারণ নৈপুণ্যে। আগামীকাল ২০ আগস্ট নাশভিলের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে মেসির নেতৃত্বাধীন মায়ামি। আর এ ম্যাচের টিকিটের মূল্য রীতিমতো আকাশ ছুঁয়েছে, পাওয়ার জন্য পড়ে গেছে কাড়াকাড়ি।

রবিবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টায় লিগস কাপের ফাইনালে নাশভিলের বিপক্ষে মাঠে নামছে ইন্টার মায়ামি।

ম্যাচের টিকিটের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ডলারে। এরপরও টিকিট পাচ্ছেন না ফুটবলপ্রেমীরা। মেসির জন্যই যে এ উন্মাদনা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মেসির প্রথম ট্রফি জয়ের মুহূর্তটা দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না আমেরিকান ফুটবল ভক্তরা। তাই টিকিটের চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে।

জানা গেছে, ম্যানচেস্টার সিটি ও ইন্টার মিলানের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের টিকিটের চেয়েও মেসির এই ফাইনালের টিকিটের দাম বেশি। সুতরাং আগামীকাল মেসির ফাইনাল ম্যাচ দেখতে 'জিওদিস পার্ক' এর ৩০ হাজার আসনের স্টেডিয়ামটি যে হাউসফুল থাকছে এটা বলাই যায়।

বিপদ বাড়বে রাশিয়ার ! ইউক্রেনের হাতে আসছে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান

কিয়েভ, ১৯ আগস্ট (হি. স.) অবশেষে ইউক্রেনের হাতে আসছে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান। ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরেই ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস থেকে এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান পাবে কিয়েভ। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন বিদেশ দফতার। যুদ্ধবিমান এফ-১৬ ইউক্রেনের হাতে এলে রাশিয়ার বিপদ যে বেড়ে যাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাশিয়ার সঙ্গে দেড় বছর ধরে চলা যুদ্ধে লাগাতার ড্রোন হানার মুখে পড়তে হচ্ছে ইউক্রেনকে। আগ্রাসী হয়েছে রুশ বিমানবাহিনীও। তাই দেশের আকাশপথ সুরক্ষিত করতে এবং পালটা মার দিতে দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকায় তৈরি এফ-১৬ ফাইটার জেট হাতে পেতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল ইউক্রেন। অবশেষে তা ফলপ্রসূ হয়েছে। পাইলটদের প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরই ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস থেকে এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান পাবে ইউক্রেন। এর ফলে যুদ্ধে রাশিয়ার উপর চাপ অনেকটাই বাড়তে চলেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রুশ হামলার সময় ইউক্রেনের হাতে প্রায় ১২০টি যুদ্ধবিমান ছিল। মূলত, সোভিয়েত জমানার মিগ-২৯ এবং সুখোই-২৭ জেটগুলিই ভরসা জেলেনস্কি বাহিনীর। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, রুশ বিমানহবাহিনীকে টক্কর দিতে হলে অন্তত ২০০টি যুদ্ধবিমান দরকার। সেই কারণেই দেশটি বহুদিন ধরেই পশ্চিমের মিত্রদের কাছে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান চাইছিল।

রাশিয়ার অধিকৃত দোনেৎস্কে বিস্ফোরণে নিহত ৬, আহত আরও ৬জন

মস্কো, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : রাশিয়ার অধিকৃত দোনেৎস্কে পৃথক বিস্ফোরণের ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এতে আরও ছয়জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার এক টেলিগ্রাম পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেন স্বঘোষিত দোনেৎস্ক পিপলস রিপাবলিক নেতা ডেনিস পুশিলিন।

দোনেৎস্ক শহরে ঘটা সেই বিস্ফোরণে তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। এছাড়া ভোরোশিলোভস্কি জেলার একটি নির্মাণস্থলে যন্ত্র বিস্ফোরিত হয়ে তিনজন নির্মাণ শ্রমিক নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন।

দিনহাটায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূলের

দিনহাটা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গোসানিমারি শাখার সামনে তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূল কংগ্রেস অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়। শনিবার অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত রয়েছেন তৃণমূলের দিনহাটা ১ ব্লক সহ সভাপতি মিঠুন চক্রবর্তী, জেলা পরিষদ সদস্য শ্রাবনী ঝা, তৃণমূলের গোসানিমারি ১ অঞ্চল সভাপতি রাখাল চন্দ্র রায়, দিনহাটা ১ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি দেবজিৎ দে সরকার সহ অন্যান্যরা। অভিযোগ, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এলাকার সাধারণ কৃষক, ব্যবসায়ী থেকে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে। পাশাপাশি ব্যাংকে দালালচক্রের বাড়বাড়ন্তের জেরে সাধারণ গ্রাহকরা পরিষেবা থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে। এই অবস্থান বিক্ষোভকে ঘিরে অশান্তি রুখতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে দিনহাটা থানার পুলিশ। যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি, সরকারি নিয়ম মেনে স্বচ্ছভাবে ব্যাংকে যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন মিশ্র

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : প্রবীণ সিপিএম নেতা সূর্য্যকান্ত মিশ্রকে শুক্রবার রাতে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বুকে ব্যথার জন্য গত বুধবার তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে তিন দিন তাকে পর্য্যবেক্ষণে রাখার পর অবশেষে তাকে ছেড়ে দেন চিকিৎসকরা। তবে আপাতত তাকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে ও বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খাবারেও অনেক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

মঙ্গলবার থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করেন সূর্য্যকান্ত মিশ্র। বুধবার সকালে তিনি চিকিৎসকদের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওই দিনই তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানেই চলে তাঁর চিকিৎসা। একাধিক শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি অ্যাঞ্জিওগ্রাম হয়েছে সিপিএম নেতার। তাতে বড় কিছু সমস্যা ধরা পড়ে নি। ফলে চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন আপাতত অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি প্রয়োজন নেই। তবে তাঁকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। এর আগে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেই মতোই এদিন তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত দলের কোনও কর্মসূচিতে যোগ দেবেন না সূর্য্যকান্ত মিশ্র। কয়েক সপ্তাহ পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে সে ক্ষেত্রে তাঁকে কলকাতা এবং কাছাকাছি এলাকায় দলের তরফে কর্মসূচি দেওয়া হবে।

এর আগে একাধিকবার বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে বর্ষীয়ান এই সিপিএম নেতার। কয়েক বছর আগে তিনি কোমরে ব্যথায় কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। পরে সুস্থ হয়ে পুনরায় দলের কর্মসূচিতে যোগ দেন। ২০২১ সালে যখন বাড়বাড়ন্ত চল করোনার, সেই সময় কোভিড প্রটোকল অনুযায়ী, বেশ কিছুদিন তাঁকে হোম আইসলেশন রাখা হয়েছিল। এছাড়াও, মৌলালিতে মিছিল চলাকালীন বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বরাত জোরে রক্ষা পেয়েছিলেন সূর্য্যকান্ত। কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। সেই সময় তিনি নিয়মিত ভাবে খোঁজখবর নিতেন। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্য্যকান্ত নিজেও একজন চিকিৎসক। তাই মেডিক্যাল বোর্ডের বৈঠকে তিনি থাকতেন। তিনি চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বুধবার সূর্য্যকান্তকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করার পরে তাঁর চিকিৎসার জন্য পাঁচ সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। সেই বোর্ডের অধীনে চিকিৎসা চলছিল সূর্য্যকান্ত মিশ্রর।

রবিবার ছুটির দিনে পৃথক ছুটি ঘোষণা পাহাড়ে

দার্জিলিং, ১৯ আগস্ট (হি. স.) :নেপালি ভাষা দিবসে ছুটি থাকবে পাহাড়ে। এই ঘোষণা করেছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ। ২০ অগস্ট (এবছর রবিবার) নেপালি ভাষা দিবস। এই দিন পাহাড়ে সরকারি ছুটি। এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে জিটিএ প্রশাসনের তরফে। আর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে পাহাড়বাসী।

নেপালি ভাষাকে স্বীকৃতি দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ প্রশাসন। ১৮ অগস্ট জিটিএ-র প্রশাসনিক কার্যালয় লালকোঠিতে জিটিএ আধিকারিক, মুখ্যসচিব তথা দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নমবলম, জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা, সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক আনোস থাপা-সহ জিটিএ সভাসদদের একটি বৈঠক হয়। তাতেই এই ছুটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বাগডোগরায় উদ্ধার প্রচুর বার্মার সেগুন কাঠ

বাগডোগরা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়ির বিধাননগরের কাছে ঘোষপুকুর এলাকা থেকে উদ্ধার হল প্রচুর বার্মার সেগুন কাঠ। শনিবার উদ্ধার করল বাগডোগরা বনবিভাগ। জানা গিয়েছে, গোপনসূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এদিন ঘোষপুকুর চেকপোস্ট এলাকায় একটি ট্রাককে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে বাগডোগরা বনবিভাগের কর্মীরা। বনকর্মীদের দেখেই ট্রাকটি চেকপোস্টের ব্যারিকেড ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে। বনকর্মীরা ট্রাকটির পিছু নিয়ে কিছুটা দূরেই পথ আটকায় ট্রাকটির। পরে ট্রাকটিতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রচুর বার্মার সেগুনকাঠের লগ। যার বাজারদর আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা। বনদফতরের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কাঠগুলি অসম থেকে এনে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল। কাঠ সহ ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করা হলেও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

বামপন্থীদের বিরোধিতা ও সিদ্ধার্থ রায়ের স্তুতি তথাগতের টুইটে

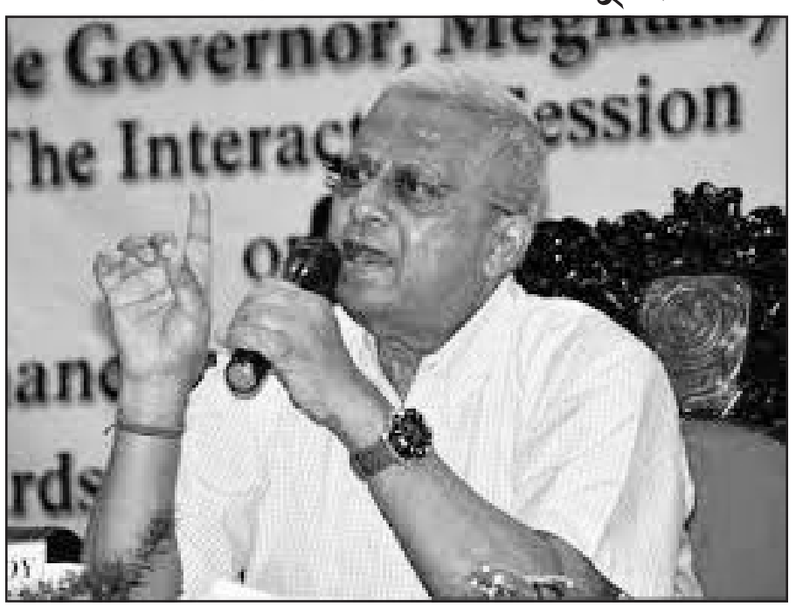

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি স)। ফের চরম বামপন্থীদের বিরোধিতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সমর্থন করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শনিবার টুটারে তিনি লেখেন, "'সৎ পথে উপার্জন করলে বুর্জোয়া", এই বিষ বাঙালিদের মধ্যে কমিউনিস্টরা ঢুকিয়েছে, এই জাতীর উন্নতি কীভাবে হবে?

শুধু রাজ্যপালের বিলাসিতা শুনে জিহাদিদের মাথার শিরা দপ দপ করতে আরম্ভ করেছে !

আমরা এত চটি চাটলাম, এত খুনখারাপি করলাম, প্রাপ্তি শুধু সন্ধ্যেবেলা একটা চোলাইয়ের পাউচ ! বেকার বলে মেয়েগুলো পর্য্যন্ত কাছে ঘেঁষে না!

দু'দিন বাদে যখন লিভার পচে বুড়িয়ে যাব তখন কি হবে ?

নকশাল/মাওবাদীরা একটা গৃহযুদ্ধ লাগাতে চাইছিল। খুন যারা হয়েছে তাদের মধ্যে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল, তাদের নিজেদের লোক ছিল, সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছাপোষা লোক, যেমন ইস্কুলমাস্টার, মাঝারি চাষি, এরাও ছিল।

এরকম উৎপাতকে নির্মমভাবে নিকেশ করতে হয়, শুচিবায়ুর জায়গা নেই।

আহা, আমি তো সিদ্ধার্থ রায়কে মহাপুরুষ প্রমাণ করতে বসিনি ! তার নকশাল দমনের উপায়টা সঠিক ছিল, এটুকুই বক্তব্য। শিখহত্যায় ওর কোন হাত ছিল এমন আমি শুনি নি, তবে শাহ বানু কেসের রায় উল্টে দেবার জন্য আইন করার পরামর্শ ওরই।"

কংগ্রেস আমেঠিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে, মানুষ তাঁদের ক্ষমা করবে না : নকভি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): আমেঠি থেকেই লড়বেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘোষণার পরই হাত শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দাগল বিজেপি। বিজেপি নেতা মুক্তার আব্বাস নকভি বলেছেন, 'কংগ্রেস আমেঠিকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে, কিন্তু মানুষ তাঁদের ক্ষমা করবে না।'

শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুক্তার আব্বাস নকভি বলেছেন, 'কংগ্রেস আমেঠি নির্বাচনী এলাকাকে নিজেদের পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে মনে করে এবং জনগণকে চুইংগামের মতো চিবিয়ে চলেছে। কিন্তু, এখন মানুষ তাদের ক্ষমা করবে না।'

প্রসঙ্গত, শুক্রবার উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই ঘোষণা করেন, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে রাহুল গান্ধী আমেঠি থেকেই লড়বেন। এই প্রেক্ষিতে আমেঠির বর্তমান সাংসদ স্মৃতি ইরানিকেও কটাক্ষ করেন তিনি। আমেঠিতে রাহুল জয়ী হবেন বলেই আত্মবিশ্বাসী হাত শিবির। শনিবার কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভী বলেছেন, 'যদি রাহুল গান্ধী আমেঠি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে স্মৃতি ইরানির জামানত জব্দ হবে। তিনি আমেঠি ছেড়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমি বিজেপিকে অনুরোধ করি, তাকে পালাতে দেবেন না... প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যদি বারাণসী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ফিরে যাবেন গুজরাট এবং তিনি বারাণসী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।'

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ রজনীকান্তের, রবিবার অযোধ্যা যাওয়ার সম্ভাবনা

লখনউ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। শনিবার লখনউ-তে এসে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। বেশ কিছু সময় তাঁদের মধ্যে কথাও হয়েছে।

রবিবার পর্য্যন্ত উত্তর প্রদেশেই থাকবেন রজনীকান্ত। রবিবার অযোধ্যায় যাওয়ার কথা রয়েছে তামিল সুপারস্টারের। রজনীকান্ত নিজেই জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ, আগামীকাল যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে।' সাংবাদিকদের এই উত্তর দেওয়ার পর রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি।

এদিকে, শনিবার অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে ভগবান রাম লাল্লার পূজার্চনা করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাম মন্দির নির্মাণের কাজও খতিয়ে দেখেন তিনি। কথা বলেন ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে।

সৌদি প্রো লিগে জোড়া হার দিয়ে মরসুম শুরু করলেন রোনাল্ডো!

রিয়াধ, ১৯ আগস্ট(হি.স.): আল নাসেরকে আরব কাপে চ্যাম্পিয়ন করে দারুন খুশিতে ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এ বার সৌদি প্রো লিগের দ্বিতীয় মরসুমে খেলতে নেমেছেন রোনাল্ডো। ভারতীয় সময় শুক্রবার মাঝরাতে সৌদি লিগে দ্বিতীয় ম্যাচে আল তাওউনের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল আল নাসের। প্রথম ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো খেলেননি। দল হেরেছিল দ্বিতীয় ম্যাচেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, সাদিও মানেরা আল নাসেরকে বাঁচাতে পারলেন না।

৭ নবজাতককে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্রিটিশ নার্স, সাজা ঘোষণা সোমবার

লন্ডন, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : ইংল্যান্ডের একটি হাসপাতালের নবজাতক পরিচর্য্যা ইউনিটে দায়িত্ব পালনকালে সাত শিশুকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এক ব্রিটিশ নার্স। ওই ইউনিটের আরও ছয় শিশুকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগেও তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। পাঁচ ছেলেশিশু ও দুই মেয়েশিশুকে হত্যা এবং আরও কয়েকজন নবজাতককে আক্রমণ করার অভিযোগে শুক্রবার সেই নার্সকে দোষী সাব্যস্ত করল উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ক্রাউন আদালত।জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই নার্সের নাম লুসি লেটবি (৩৩)। লুসি উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের কাউন্টেস অফ চেস্টার হাসপাতালের নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, পেশায় নার্স হওয়ার সুবাদে কখনও অসুস্থ নবজাতকদের বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলেছিল ওই নার্স। আবার কখনও অতিরিক্ত দুধ খাইয়ে এবং ইনসুলিন দিয়ে হত্যা করা করেছিল। এই ঘটনায় গ্রেফতার হন লুসি লেটবি। নবজাতকদের হত্যার ঘটনা ঘটেছিল ২০১৫ সালের জুন মাস থেকে ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে।উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টের সিনিয়র প্রসিকিউটর প্যাসকেল জোনস এক বিবৃতিতে বলেছেন, লুসি লেটবিকে সবচেয়ে দুর্বল কিছু শিশুর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের শিশু বিভাগে একের পর এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও ঘুনাক্ষরেও সহকর্মীরা টের পায়নি লুসির কীর্তি। পরবর্তীতে শিশু মৃত্যুতে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে। গ্রেফতারের পর তার বাড়ি থেকে একটি কাগজে লেখা চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। চিরকুটে লুসি লিখছিল, 'আমি শয়তান। আমি ওদের খুন করেছি। ওদের যত্ন নেওয়ার মতো ভালো মানুষ আমি নই।' এরপরই নবজাতকদের হত্যা করার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, এক শিশুকে চার বার চেষ্টা হত্যা করেছে লুসি।যদিও শিশু হত্যার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত মহিলা। আদালতে কেঁসুলিরা লুসিকে একজন গণহত্যাকারী আখ্যা দিয়েছেন। শুক্রবার ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টে বিচারকদের চূড়ান্ত রায় শোনানো হয়। রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন না লুসি। এদিন বিচার শেষে নার্সকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। তবে তার সাজা কী হল তা ঘোষণা হবে সোমবার। আগামী সোমবার লুসিকে সাজা দেওয়া হবে। রায়ে তার দীর্ঘদিনের জেল এবং খুব সম্ভবত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ইউজিসি-কে উত্তর পাঠানোর দাবি স্নেহমঞ্জুর

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার প্রায় চার দিন বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হয়ে জনরোষ এড়াতে কেঁদে দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। অনেকের চোখেই সেটা ছিল অভিনয়।গত বুধবার যাদবপুরে ইউজিসি-র প্রস্তাবিত সফর বাতিল হওয়ায় উল্লসিত হয়েছিলেন। সেই উল্লাস ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখেমুখে। যা দেখা গিয়েছে ছোট পর্দার খবরে। দাবি করেছিলেন, এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইউজিসি খুশি। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল, ইউজিসি ১২টি প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর চায়। শনিবার তিনি দাবি করলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ১২টি প্রশ্নের উত্তর ৩১টি ফাইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-কে পাঠানো হয়েছে। এর আগে 'প্রাথমিক রিপোর্ট' পাঠানো হয়েছিল ইউজিসিকে। তবে শুক্রবারই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ইউজিসিকে 'প্রথম রিপোর্ট' পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।ছাত্রাবাসের বিপুল অনিয়মের নানা বিষয়ে রেজিস্ট্রার যতই নিজেদের নিরাপরাধ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, বহু মানুষের মনে ততই প্রশ্ন উঠছে, কেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে পুলিশি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সভা করতে গিয়ে খেজুরিতে শুভেন্দুকে ফের বাধা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : ফের পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি বচসায় জড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার খেজুরি বিদ্যাপীঠ মোড়ে বিজেপির সভা ছিল। কিন্তু তার কিছুটা আগেই শুভেন্দুর কনভয় থামায় পুলিশ।

শুভেন্দুবাবুর দাবি, বিজেপির সভা বানচাল করার জন্যই ১৪৪ ধারার জারি করে তাঁকে আটকানো হয়েছে। অকুস্থলে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুবাবু কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "আগামী শনিবার একই জায়গায় সভা করবে বিজেপি।" সভার অনুমতির জন্য হাই কোর্টে মামলা করার কথাও বলেছেন বিরোধী দলনেতা।

নবান্ন অভিযান থেকে শুরু করে শনিবারের খেজুরি সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশের সঙ্গে বার বার বচসায় জড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শনিবার দেখা যায়, গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন শুভেন্দুবাবু। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "এখানে সব গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি জিতেছে। এটা বিজেপির ঘাঁটি।"

শুভেন্দুবাবুর দাবি, খেজুরিতে বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের পর আক্রমণ হচ্ছে। পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারছে না। অন্য দিকে, বিজেপির সভা আটকাচ্ছে। গত কয়েক মাসে চন্দ্রকোনা-সহ একাধিক জায়গায় শুভেন্দুবাবু সভা করেছেন আদালতের অনুমতি নিয়ে। খেজুরির ক্ষেত্রেও একই পথে হাঁটার কথা বলেন শুভেন্দুবাবু।

মেয়েকে ঘুম পাড়াতে 'হনুমান চাল্লিশা' শোনান করণ

মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর জন্য শোনান 'হনুমান চাল্লিশা' বাবা করণ সিং গ্রোভার। বাবা-মেয়ের এই মিষ্টি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছেন বিপাশা। তিনিই শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যাতে দেখা যাচ্ছে, মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর জন্য বড় আদর করে 'হনুমান চাল্লিশা' শোনাচ্ছেন করণ। ছোট্ট দেবী আবার তা শুনে বেশ উচ্ছ্বসিত।

গতবছর নভেম্বর মাসেই মা হয়েছেন বিপাশা বসু। মুম্বইবাসী বঙ্গকন্যার কোল আলো করে জন্ম নিয়েছে ফুটফুটে এই কন্যাসন্তান। মেয়ের দিকে তাকিয়েই কেটে যায় বিপাশার সময়। নাম রেখেছেন 'দেবী বসু সিং'। তবে আদর করে মেয়ের ডাকনাম মিষ্টি রেখেছেন বিপাশা-করণ। মিষ্টির নানা মিষ্টি মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ নেন তাঁরা।

কিছুদিন আগেই নেহা ধুপিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিপাশা জানান, দেবীর জন্মের পরবর্তী সময় বড় কঠিন ছিল। মেয়ের জন্মের পরই ডাক্তারদের কাছে জানতে পেরেছিলেন যে তার খুদে শরীরের ছোট্ট হৃৎপিণ্ডে বড় দু'টো ফুটো রয়েছে। যেগুলো নিজে থেকে সেরে ওঠা অসম্ভব। আর এই বয়সের শিশুর ওপেন হার্ট সার্জারি করাও ভীষণ ঝুঁকির। তিন মাস বয়স অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ডাক্তারদের পরামর্শমতো কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন মেয়েকে। আতঙ্কের সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন বিপাশা। অবশ্য এখন ভাল আছে দেবী। কিছুদিন আগে মেয়েকে নিয়ে বেড়াতেও গিয়েছিলেন তারকা দম্পতি।

ধলাই জেলাভিত্তিক মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্যের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। আমাবাসা মহকুমার হাতিমরাছড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে আজ ধলাই জেলাভিত্তিক মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্বোগে এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আমবাসা প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অরুন দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়াম্যান জন্মজয় রিয়াং, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহঅধিকর্তা চন্দন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্যের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা'াপন করেন। অনুষ্ঠানের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

কর্মীর

● প্রথম পাতার পর

যান তখন স্বামী সুমেন সিনহা গ্রামের একটি খেলার মাঠে খেলায় ছিলেন পরিবারের লোকেরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে তড়িঘড়ি রূপলি সিনহাকে কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে, নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রূপলি সিনহাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এরপর খবর পেয়ে কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন স্বামী সুমেন সিনহা উনি এসে উনার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শুনতে পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জানগীর পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাশহর মহিলা থানার ওসি রিঙ্কি দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন রুপলি সিনহার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে উনার সহকর্মীরা অন্যদিকে হাসপাতাল চত্বরে রূপলী সিনহার নিকট আত্মীয়দের কান্নায় আকাশ বাতাস এক হয়ে যায় বর্তমানে রূপলী সিনহার মৃতদেহ কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে আগামীকাল ময়নাতদন্ত করার পর রুপলি সিনহার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে অন্যদিকে রুপলি সিনহার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার পর তার মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

থাকবে টি এস আর বাহিনী। তাদের কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটের সময় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কে প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে মোতায়েন করা হবে বলে শ্রী দাস চৌধুরী জানান। আজ থেকে উপ-নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচি শুরু করবে শাসক দল বিজেপি। তাকে সামনে রেখে আজ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাছিমা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে দলীয় কর্মীদের নিয়ে এক কর্মিসভা। এই কর্মীসভাতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মন্ত্রী রতনলাল নাথ থেকে শুরু করে ,মন্ত্রী শান্তনা চাকমা ,পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা ,প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব ,দলীয় নেতা অমিত রক্ষিত প্রমুখ।

র‍্যাগিং-এর বিতর্ক এড়াতে গোপন জবানবন্দী নেবে পুলিশ

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় জোরালো হচ্ছে র‍্যাগিং-এর অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত পুলিশ ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। আর এসবের মধ্যেই বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের হস্টেলেও উঠে এসেছে র‍্যাগিং-এর অভিযোগ।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের আস্কারাতেই হস্টেলের কিছু আবাসিক ও বহিরাগত ওই পড়ুয়ার উপর দিনের পর দিন অত্যাচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে, থানা-পুলিশ করেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি পড়ুয়ার।এরপরই নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ-প্রশাসন। সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসিপি) সোমনাথ মজুমদার যোগাযোগ করেছেন অভিযোগকারী ওই পড়ুয়ার সঙ্গে। অবশেষে আলিপুর আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে ওই পড়ুয়ার। পুলিশের তরফে এমনই জানানো হয়েছে তাঁকে।গোপন জবানবন্দি নেওয়ার বিষয়টি পুলিশ জানানোর পর কিছুটা আশ্বস্ত হচ্ছেন অভিযোগকারী পড়ুয়া। তিনি বলছেন, 'এতদিন পরে পুলিশ আমাকে জানাল যে আমার জবানবন্দি নেওয়া হবে। আশা করি সঠিক তদন্ত হবে এবং দোষীরা শাস্তি পাবে। র‍্যাগিং সমাজ থেকে নির্মূল হোক, এটাই আমি চাই।'

আধুনিক ত্রিপুরা গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা ছিল না বাম আমলে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শনিবার। দিনটি যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয় এদিন।উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বক্তব্য রেখতে গিয়ে বলেন রাজ্যে শেষ মহারাজ ছিলেন বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা কখনো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ইতিহাস এবং আধুনিক ত্রিপুরা গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা ছিল সেটা সামনে আনে নি। কিন্তু ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আগের সরকারের মতো ভোট বাক্সের জন্য রাজনীতি না করে মহারাজের প্রতি যথাযথ সম্মানের ব্যবস্থা করা হয়। মহারাজার যে শান্তি সম্প্রীতি রাজ্যে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন সেটা যাতে অটুট থাকে সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জনজাতিদের আরো বেশি উন্নয়নের কথা ভেবে অর্থ রাশি বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে শনিবার সকালে আগরতলা শহরে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি বলেন রাজ্যের শেষ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৫তম জন্মবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য আধুনিক ত্রিপুরায় রূপকার ছিলেন। মহারাজের চিন্তাভাবনার প্রতি সম্মান জানিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে বলে জানান তিনি। পরবর্তী সময় মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে বটতলা এলাকার শ্মশান ঘাটে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন সারাদিন ব্যাপী যথাযথ মর্যাদার সাথে মহারাজার বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয় সারা রাজ্যে।

বিলোনিয়াতে বীর বিক্রমের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ আগস্ট।। শনিবার বেলা তিনটায় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হলো বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে ,তিনি ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে অন্যতম যাকে একবাক্যে রাজ্যবাসী রাজ্যের রুপকার হিসেবে জানেন ওনার কাজ কর্মের জন্য আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৫ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হলো তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর , দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ ও বিলোনিয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে, শুরুতে অতিথি আপ্যায়ন ও মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা হয় জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন উদ্বোধক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। সাথে ছিলেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক রিপন চাকমা, পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ জেলার জেলা সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিক রিপন চাকমা স্বাগত ভাষণ রাখেন,উদ্বোধক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যবাহাদুরের, জীবন ও কর্ম বৃত্তান্ত বৃত্তান্ত তুলে ধরে আলোচনাতে। আলোচনা শেষে বিভিন্ন সংস্থার শিল্পীদের দ্ধারা পরিবেশিত হয় নৃত্য ও সংগীত।।

ভারত আমেরিকাকে কিছু বললে নিজেদের স্বার্থে বলেছে: ওবায়দুল কাদের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৮ আগস্ট (হি.স): আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আঞ্চলিক রাজনীতির বিষয়ে বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে ভারত এবং আমেরিকার অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। তাই ভারত আমেরিকাকে কিছু বললে নিজেদের স্বার্থে বলেছে। এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ নয় শনিবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা উপকমিটির ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের সড়ক ও সেতু মন্ত্রী বলেন, বিএনপি তাকিয়ে আছে আমেরিকার দিকে, কখন নিষেধাজ্ঞা, ভিসানীতি দেবে তার আশায়। তাকাতে তাকাতে চোখের পাওয়ার কমে গেছে। এখন আর কিছু দেখতে পায় না। আর আওয়ামী লীগ তাকিয়ে আছে দেশের জনগণের দিকে।তিনি বলেন, উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে দেশের জনগণ ভোট দিলে আওয়ামী লীগ আবার রাষ্ট্র পরিচালনায় আসবে।আওয়ামী লীগের পালানোর ইতিহাস নেই দাবি করে দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ২০ বছরের দণ্ডিত আসামি। তিনি কাপুরুষিত রাজনীতি করছেন, তাই তার নেতৃত্বে কোনও আন্দোলনে সফল হবে না।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য্য প্রাণ গোপাল দত্ত এমপি'র সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। পরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মাত্র ২৫ বছরেই হৃদরোগে আক্রান্ত! না ফেরার দেশে টেলিভিশন অভিনেতা পবন

নয়াদিল্লি।। অল্প বয়সেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন আরো এক তারকা। মাত্র ২৫ বছর বয়সে আচমকা হৃদরোগের আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তামিল অভিনেতা তথা হিন্দি টেলিভিশন অভিনেতা পবন। শুক্রবার মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতেই আচমকা হৃদরোগের শিকার হন অভিনেতা। জানা গিয়েছে তাঁর পার্থিব শরীর নিয়ে যাওয়া হয়েছে কর্নাটকের মাণ্ড্য জেলার বাড়িতে, সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। কর্ণাটকের মাণ্ড্যর ছেলে পবন। হরিহরণপুর গ্রামের বাসিন্দা। ছোট থেকেই অভিনয়ের স্বপ্ন তাঁকে তাড়া করে বেরিয়েছে,সেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যেই মায়ানগরীতে পা দিয়েছিলেন পবন, কিন্তু অকালেই সব শেষ। একাধিক হিন্দি টেলিভিশন সিরিয়ালে কাজ করেছেন পবন। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার। পবনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন মাণ্ড্যর বিধায়ক এইচটি মঞ্জু, প্রাক্তন মন্ত্রী কেসি নারায়ণা গোদা এবং প্রাক্তন এমএএল বি প্রকাশ। পবনের মৃত্যু বড় ক্ষতি, কারণ নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর অল্প বয়সই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন পবন।গত মাসেই কন্নড় সুপারস্টার পুনিত রাজকুমারের তুতো ভাই বিজয় রাঘবেন্দ্রর স্ত্রী আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। বিজয় রাঘবেন্দ্র সপরিবারে ব্যাংককে ঘুরতে গিয়েছিলেন, সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন স্পন্দনা। স্পন্দনার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছিলেন, 'জনপ্রিয় কন্নড় অভিনেতা বিজয়া রাঘবেন্দ্রের স্ত্রী স্পন্দনার মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করেছে। আমি তাঁর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছি। আমি বিজয়া রাঘবেন্দ্র এবং বিকে শিবরামের শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।'সিদ্ধার্থ শুক্লার মৃত্যুর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভক্তরা। দক্ষিণী অভিনেতা চিরঞ্জিবী সরজাও হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন মাত্র ৩৫ বছর বয়সে। সেই তালিকায় নাম জুড়ল তামিল অভিনেতা তথা হিন্দি টেলিভিশন অভিনেতা পবনের।

বনগাঁ সীমান্তে ধৃত ওপারের ৪ যুবতী ও ৪ ভারতীয় যুবক

উত্তর ২৪ পরগনার, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : কাজের সন্ধানে ভারতে আসতে চেয়েছিল।দালালের মাধ্যমে চোরাপথে আসে বাংলাদেশের তিন নাবালিকা। তাদেরই একজনকে গণধর্ষণের অভিযোগে চার যুবককে গ্রেফতার করল বাগদা থানার পুলিশ।শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার মন টোপলা এলাকায়। শনিবার সকালে ওই নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় কাজ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশি এক দালালের হাত ধরে তিন নাবালিকাকে বাগদা এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভারতে প্রবেশ করার পরই দালালদের সম্ভ্রমহানির শিকার হয় এক নাবালিকা।অভিযোগ, এরপর কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ভারতীয় দালাল প্রমথ মণ্ডল ওরফে পরী ওই তিন নাবালিকাকে রাতের অন্ধকারে মনটোপলা এলাকায় একটি মুরগির খামারে নিয়ে আসে। তিন বন্ধুকে সেখানে ডেকে নেয় পরী। সেখানে মদ্যপ অবস্থায় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাকি দুই নাবালিকা পালিয়ে যায়। নিগৃহীতা নাবালিকা ও তার দুই বন্ধুর চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। তাঁরাই অভিযুক্ত চার যুবকের মধ্যে দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাগদা থানার পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে তল্লাশি চালিয়ে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পোস্টে

● প্রথম পাতার পর

উল্টো নিজের স্ত্রীকে মার ধর করতো বোনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে বলে। এরপরেই আজ অথ্যাত শনিবার সাত সকালে হাতেনাতে ধরা খেল নাগর সহ যুবতী এলাকারই কিছু যুবকের হাতে। ধরা খাওয়ার পরই দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে নাগর আর পারে নি পালাতে, ধরা পড়ে যায় প্রেমে মশগুল নাগর সাথে সাথে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে নাগর সহ প্রেমিকা যুবতীকে বেঁধে রাখে। খবর দেওয়া হয় মেয়ের বাড়ি ও নাগরের বাড়ির লোকজনদের। খবর পেয়ে নাগরের প্রথম স্ত্রী, দুই সন্তান , নাগরের বাবা,ভাই ছুটে আসে ঘটনাস্থলে ,স্বামীর এই অবস্থা দেখে শেষ মেশ নাগরের স্ত্রী বলে উঠলো উভয়ের বিয়ে করানো এবং বিয়ের পর আর বাড়িতে যাতে পা না রাখে এই বলে কান্নায় ভেংগে পরে ,খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় কিন্তু নাগর সহ যুবতীকে আনতে বাঁধা দেয় , সেখানেই সংশ্লিষ্ট শাসক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মিমাংসায় বসে গ্রাম্য শালিশি সভায় ,মোটা অংকের টাকা দাবি করে যুবতীর বাড়ির লোকজন কিন্তু ছেলের পক্ষ থেকে এতো টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় মিমাংসা ভেস্তে যায় আবারো খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়।

আহত ৪

● প্রথম পাতার পর

তাদের মারতে উদ্যত হয়। পরবর্তীতে সচেতন মানুষজনদের সহায়তায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এবং পরবর্তীতে স্থানীয় মানুষজন অপর আরেক ব্যক্তিকে ঘটনার স্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে হাসপাতালে।আহতরা হলো প্রণব দাস, তাপস দাস ও সুজিত দাস। তারা সকলেই মোহরছড়া এলাকার বাসিন্দা। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে আহত চারজনকে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। এদিকে থানা সূত্রের খবর, এই পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষ রাতের অন্ধকারে নাকি প্রায় ৩০ মিনিট সময় তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়ক অবরোধ ছিল। যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির স্বাভাবিক হয় বলে খবর।রাতের অন্ধকারে এই পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা লালটিলা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

টাটা

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া এই পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই।'

টমটম

● প্রথম পাতার পর

পর এলাকায় সুমন সাহা ও নান্টু দেবনাথের সাথে বিধায়কের কাছ থেকে পাওয়া পারিশ্রমিক নিয়ে ঝামেলা হয়। তারপর প্রাননাশের হুমকি দেয় সুমন ও নান্টু। তারপর যথারীতি এডিনগর থানায় একটি জিডি এন্টি করেন প্রানতোষ দেবনাথ। তারপর কয়েক মাস পর শুক্রবার রাতের বেলা যখন টমটমটি রাখছিল তখন দেখে এলাকায় নান্টু এবং সুমন দাঁড়িয়ে আছে। তারাই এই ঘটনা সংঘটিত করেছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত টমটম চালক প্রানতোষ। শনিবার সকালে খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় গ্রেফতারের কোন সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জনতার

● প্রথম পাতার পর

সদুত্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত শনিবার তারা রাস্তা অব রোধে বসতে বাধ্য হয়েছে। এদিন পথ অবরোধের খবর পেয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতৃত্বরা ছুটে আসেন। দুপুর নাগাদ পশ্চিম আগরতলা থানায় পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে বৈঠক বসে। এই বৈঠকে টম টম চালকদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি তাদের এই রোডে যাতায়াত করতে না দেওয়া হয় তবে তারা ফের এই পথে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরোধে বসবে। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের তরফে আশ্বাস পেয়ে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

াঙ্গন

রাখাল শিল্ডের মহারন আজ মুখোমুখি রামকৃষ্ণ - এগিয়ে চল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।স্বপ্ন এবার বাস্তবে রূপান্তরিত হবার অপেক্ষায়। হ্যাঁ, রাখাল শিল্ডে শিরোপা দখল করতে মুখিয়ে রয়েছে রামনগরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রামকৃষ্ণ। খেলাধুলার জগতে অতি পরিচিত একটি নাম এই রামকৃষ্ণ ক্লাব। একই সঙ্গে সামাজিকতাতে ও অনবদ্য সম্মান রয়েছে এই ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য,সদস্যাদের। ৯০ এর দশকে শে বার রাখাল শিল্ডে ফাইনাল খেলেছিল এই ক্লাবের ফুটবলাররা। তবে শিরোপা অর্জন সম্ভব হয়নি। এবার কিন্তু এই সুযোগ অনেকটাই রয়েছে। ক্লাব কর্মকর্তা সহ এলাকাবাসী আশাবাদী এবার হয়তো রাখাল শিল্ডে শিরোপা দখল করবে রামকৃষ্ণ ক্লাব। দলের ফুটবলাররা কোচ কৌশিক রায়কে কথা দিয়েছেন, তারা ফাইনাল ম্যাচে নিজেদের সেরাটাই তুলে ধরবে। বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ও ছাড়বে না তারা বিপক্ষকে। প্রতিপক্ষে এগিয়ে চলো সংঘ। এই নিয়ে ভাবনার কিছুই নেই। ছেলেরা গত ম্যাচের তুলনায় ফাইনাল ম্যাচে আরো ভালো খেলবে বলেই আশাবাদী কোচ কৌশিক রায়। ম্যাচে নামার পূর্বে শনিবার উমাকান্ত ময়দানে পড়ন্ত বিকেলে নিজেদের শেষ বারের মতো ঝালিয়ে নিলেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলাররা। প্র্যাকটিসে প্রত্যেক ফুটবলারকেই যথেস্ট সিরিয়াস দেখালো। চোট আঘাত জনিত কোনো সমস্যা নেই কারোরই। সবার লক্ষ্য একটাই ম্যাচে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেয়া রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে। ফাইনালে নতুন কোনো ফুটবলার দলের সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে কোচ কৌশিক রায় স্পস্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, গত ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশন তিনি ভাঙবেন না। সেমিফাইনালের সেট টিমই খেলবে ফাইনাল ম্যাচে। ফুটবলারদের যাতে কোনো ধরনের অসুবিধে না হয়, তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন রামকৃষ্ণ ক্লাবের অন্যতম এক কর্মকর্তা অমিত দেব। অমিত বাবু নিজের নাওয়া, খাওয়া ভুলে দলের জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন। একদিকে ওনার স্কুল তো অপরদিকে ক্লাবের দায়িত্ব সঙ্গে টি এফ এর সহ সভাপতির দায়িত্ব ও দারুন ভাবে সামলে চলেছেন অমিত দেব। তিনি ও ক্লাবের সবার মতো একই রকম আশাবাদী, এবছর হয়তো দল শিরোপা দখল করবেই। তিনি সহ ক্লাবের সবার বহু বছরের অপেক্ষার অবসান হয় কিনা, তা ই এখন দেখার।

স্বাক্ষরে বিতর্ক, ট্রায়াল ক্যাম্পে ক্রিকেটার ডাকা নিয়ে গোষ্ঠী কোন্দলের প্রভাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। সিনিয়র ক্রিকেটে ট্রায়াল ক্যাম্পে ৫০ জনকে ডাকা হয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত আসন্ন ক্রিকেট মরশুমকে সামনে রেখে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে জিইয়ে রেখেই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে কোর্টের নির্দেশে সচিবের অবস্থান এবং সচিবের স্বাক্ষর বহাল রাখার কথা বলা হলেও কার্যত টিসিএ-তে চলছে বৈপরীত্য হাওয়া। দলবাজি, স্বজনপোষণ, নির্দিষ্ট ক্লাবের প্রতি রেষারেষি। ১৮০০ রান সংগ্রহকারী প্লেয়ার জেসি লীগে দু-দুটি ডাবল টনের মালিক, দীপক ক্ষেত্রী, সে কিনা নির্দিষ্ট একটা ক্লাবের হয়ে খেলছে বলে ৫০ জনের ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পায়নি। এরকম সেন্টু সরকারের মত খেলোয়াড়ও বাদ পড়েছে ট্রায়াল ক্যাম্পে। এভাবে চলতে থাকলে টিসিএ-র আদৌ উন্নতি হবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সিনিয়র পুরুষদের ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলেন: ঋদ্ধিমান সাহা, সুদীপ চ্যাটার্জী, বিক্রম কুমার দাস, বিশাল ঘোষ, উদীয়ান বোস, পল্লব দাস, শ্রীদাম পাল, রজত দে, মনি শংকর মুরাসিং, রানা দত্ত, অজয় সরকার, শুভম ঘোষ, শাহরুখ হোসেন, অভিজিৎ সরকার, শংকর পাল, নিরুপম সেন, জয়দীপ বণিক, নিরুপম সেন চৌধুরী, সঞ্জয় মজুমদার, অরিন্দম বর্মন, সম্রাট সিনহা, বিক্রম দেবনাথ, চিরঞ্জিত পাল, পারভেজ সুলতান, তুষার সাহা, অমরেশ দাস, জয়দীপ ভট্টাচার্য, অর্কপ্রভ সিনহা, দ্বীপায়ন দেববর্মা, ভিকি সাহা, কৃষ্ণধন নমঃ, কৌশল আচার্য, অমিত আলী, জয়দেব দেব, বাবুল দে, অর্জুন দেবনাথ, রিমন সাহা, তাপস মন্ডল, কৃতি দীপ্ত দাস, লক্ষণ পাল, জয় কিষান সাহা, দেবপ্রসাদ সিনহা, জয়দীপ দেব, দানবীর সিংহ, সম্রাট সূত্রধর, দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, দেবত্তম ঘোষ, অভিজিৎ চক্রবর্তী, রাহুল চন্দ্র সাহা, রিতায়ন দে।

সাপোর্ট স্টাফ: কোচ বিনীত সাক্সেনা ও বিনিত জৈন, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ কিশোর মুহুরী ও ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ফিজিও রবীন্দ্র কুমার, ট্রেনার পূর্ণেন্দু জানা ও অজিতাভ নাথ, থ্রোয়ার জয়ন্ত দেবনাথ। বাছাইকৃতদের ২২ আগস্ট বেলা তিনটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে টিসিএ-র সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

স্কুল ক্রীড়া : জুডো ও সাঁতার ইভেন্টে পশ্চিম জেলা দল গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। পশ্চিম জেলা স্কুল ক্রীড়ায় জুডো এবং সাঁতার ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ, শনিবার সকাল থেকে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত বাছাইকৃত তিনটি গেমসের মধ্যে জুডো এবং সাঁতার প্রতিযোগিতা যথাক্রমে বাধারঘাট স্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জুডো হলে এবং রাইমা সুইমিং পুলে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বছরের বালক- বালিকা উভয় বিভাগের পশ্চিম জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা ঘিরে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। পাশাপাশি রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণ করার জন্য পশ্চিম জেলা দল গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য সদর, মোহনপুর ও জিরানিয়া মহকুমা থেকে সাঁতারে ৫২ জন এবং জুডোতে ৫৮ জন খেলোয়ার অংশগ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত। স্বাগত ভাষণ রাখেন দফতরের সহ অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ। বিশেষ অতিথি প্রবাল কান্তি দেব, স্কুল স্পোর্টস বোর্ড-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বাছাইকৃত পশ্চিম জেলা দলে অনূর্ধ ১৯, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৪ বিভাগে ঠাকুর চানদাস, অর্ঘ্য জিৎ দাস, জয়দীপ সাহা, রাজদীপ ভৌমিক, অপূর্ব দাস, অনিকেত সাহা, শুভঙ্কর চন্দ, ক্রীশ সাহা, স্নেহাংশু সাহা, মেঘনীল দত্ত বিশ্বাস, মেঘরাজ দত্ত, অমিত সূত্রধর, মৃগাঙ্কর দাস, অরিত্র দত্ত, অধিনাথ দাস। বালিকা বিভাগে অন্বেষা ভৌমিক, তানিয়া দেব, পূর্ণিমা দাস, নিশিকা চক্রবর্তী, আদ্রিতা দত্ত, অপ্সরা সরকার, অন্বেষা পাল, রিংশি লোধ, অন্বেষা দাস, আয়েশা দেববর্মা ও মুক্তা দাস। জুডো ইভেন্টে বালক বিভাগে আকাশ দেববর্মা, বৈঠাং দেববর্মা, বিক্রান্ত দেশমুখ, আবির দেবনাথ, রাজবীর দাস, মনু দাস, ঈশান দে, এঞ্জেল দেববর্মা, রাকেশ দেববর্মা, নয়নজিৎ চাকমা, ইমান দেববর্মা, উত্তম সরকার, শুভদ্বীপ চাকমা, অঙ্কিত বনিক, সামাই দেববর্মা। বালিকা বিভাগে অচিকা চাকমা, খুমসা দেববর্মা, এলিয়ান দেববর্মা, জেসমিন দেববর্মা, ওমেগা মলসুম, ঝুমী দেববর্মা, কবিতা ত্রিপুরা, হিলাড়ি দেববর্মা, রজেমি মলসুন, টিনা সাহা ও মৌসুমী দেবনাথ।

ফাইনালে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী টিকিটের মূল্য বেড়ে ২০ টাকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।রাখাল মেমোরিয়াল নক-আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল আগামীকাল। উমাকান্ত ময়দানে এই ফাইনাল ম্যাচের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সম্মতি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন টি এফ এ-র সভাপতি প্রণব সরকার এবং সম্পাদক অমিত চৌধুরী প্রমূখ। এদিকে, রাখাল শিল্ডে ফাইনাল ম্যাচে টিকিটের মূল্য ২০ টাকা করা হয়েছে। রাজ্য ফুটবল সংস্থার তরফে এই ঘোষণা দেয়া হলো। রবিবার সকাল নয়টা থেকে বীরেন্দ্র ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে দর্শকরা সংগ্রহ করতে পারবেন ফাইনাল ম্যাচের টিকিট। মুখোমুখি রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চলো সংঘ। বিদেশি বিহীন এবারকার রাখাল শিল্ডেই হবে আসল পরিচয় অংশগ্রহণ কারী এই দুই দলের। কার কতটা দম রয়েছে এবার তা ই দেখবে আপামর রাজ্যের ফুটবল প্রেমীরা।

উদয়পুরে মেট্রিক্সের দাবাড়ুদের দাপট অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন অগ্রজিৎ পাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। আবারও দাপট দেখালো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ুরা। দ্বিতীয় মাসিক উন্মুক্ত দাবা প্রতিযোগিতায়। ফ্লাওয়ার্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত আসরে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শান্তিরবাজারের অগ্রজিৎ পাল। ৫ রাউন্ডের আসরে পুরো ৫ পয়েন্ট নিয়ে। মেট্রিক্স চেস আকাদেমি সহযোগিতায় এবারের আসরে অংশ নিয়েছে ৫৮ জন দাবাড়ু। বিকেলে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু, ওনার সহধর্মিনী শিপ্রা কুন্ডু, মহকুমা দাবা সংস্থার সভাপতি জয়পদ সাহা, সচিব মনোরাজ সরকার, ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের সচিব কমলজিৎ সাহা এবং মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কোচ কিরীটী দত্ত। আসরে উন্মুক্ত বিভাগে প্রথম ৫ টি স্থান দখল করেন যথাক্রমে অগ্রজিৎ পাল, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির পৃথ্বিরাজ সাহা, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অদ্রিজা দেবনাথ, রেহান চক্রবর্তী এবং মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রাহুল রায়। এছাড়া অনূর্ধ-৭ বিভাগে প্রথম ৫ টি স্থান দখল করে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শুভায়ন দাস, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কানিস্ক চৌধুরি, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অয়নজিৎ নাগ, অক্সিতা সাহা, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অবান্তিকা চক্রবর্তী, অনূর্ধ-৯ বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অন্তরীপ আচার্য, আয়ুশ্মান ভৌমিক,উদয় দেব, বর্ষা পাল, দেহান ভৌমিক, অনূর্ধ-১১ বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির সিদ্ধার্থ মজুমদার, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অয়ন্তিকা দেব, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির রুদ্রনীল দেবনাথ, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির ধীময় চক্রবর্তী,মেট্রিক্স চেস আকাদেমির তমজিৎ সাহা, অনূর্ধ-১৩ বিভাগে সমাদ্রিতা সরকার, মেট্রিক্স চেস আকাদেমির উর্মি সাহা, অবন্তিকা রায়, নীলান্ত কর্মকার এবং হিমাশ্রী শর্মা। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ুর পুরস্কার পায় মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অয়নজিৎ নাগ। এদিকে উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনায় খুশি আসরে অংশ নেওয়া প্রতিটি দাবাড়ু এবং তাঁদের অভিভাবকরা। আগামীদিনেও ওই আসর বজায় থাকবে জানান মহকুমা দাবা সংস্থার সভাপতি।

বিলোনিয়ায় ফুটবল : উদ্বোধনী ম্যাচে টাই ভেঙে জয়ী বড়পাথরি স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো বড়পাথরি স্কুল। টাইভেঙ্গে পরাজিত করলো শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি ওয়াই এফ সি দলকে।

শনিবার থেকে শুরু হয়েছে শ্যামল মজুমদার স্মৃতি প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। খেলা হচ্ছে বড়পাথরি স্কুল মাঠে। এদিন বিকেলে আসরের উদ্বোধন করেন ৩৪ রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার। উত্তেজনাপূর্ণ উদ্বোধনী ম্যাচ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয় ১-১ গোলে।

প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটে বড়পাথরি স্কুলের পক্ষে গোল করেন শুক্লধন চাকমা।

দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল সেভ করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল ঠেলে দেন বড়পাথরি স্কুলের রক্ষণভাগের ফুটবলার। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফয়সলা না হওয়ায় শুরু হয় টাইব্রেকার। তাতে ৩-২ গোলে জয়লাভ করে বড়পাথরি স্কুল। খেলা পরিচালনা করেন দীপক মহাজন। এবছর আসরে বিলোনিয়া, উদয়পুর, শান্তিরবাজার, সোনামুড়া এবং সাব্রুম মহকুমার ২৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। আসরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৫৫ এবং ৩০ হাজার টাকা।

অনিমেষের ৬৫ রানে ভর করে প্রস্তুতি ম্যাচে জয়ী প্রগতি পি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।।প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেলো প্রগতি প্লে সেন্টার। ৭ উইকেটে পরাজিত করলো ক্রিকেট অনুরাগীকে। অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি দেখতেই ওই প্রীতি ম্যাচের আয়োজন। ম্যাচে নজর কাড়ে অনিমেষ বিশ্বাস। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত অর্ধশতরান করেন। নোয়াবাদি স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। তাতে ক্রিকেট অনুরাগী টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ১৪৭ রান করে। দলের পক্ষে বিবেক দেব ২২ এবং বিপজিৎ দেবনাথ ১৮ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অনিমেষ বিশ্বাস ৬৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে ইয়াশ দেববর্মা ৩৫, রাহুল মিঁয়া ২৫ এবং আরাধ্য দাস ১৫ রান করে। খেলা শেষে অনিমেষের ব্যাটিংয়ের ভূয়শি প্রশংসা করেন প্রগতি প্লে সেন্টারের কোচ নয়নমনি দেববর্মা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (2nd Call)

On behalf of the Governor of Tripura, e-tender in **Two Bid System** is hereby invited from Manufacturer/Authorized suppliers and distributors for Supply of Fishery inputs-**Fish feed Floating Pellet** to the Supdt. Of Fisheries, Belonia Sub-Division of the State of Tripura for implementation of different pisciculture schemes during the F.Y-2023-24, meeting the pre-qualifying criteria for the supply below mentioned through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority(CCA), Govt. Of India and which can be traced up to the chain of trust to the Root Certificate of CCA.

DNIT NO.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity (in nos.)	Estimated Tender Value (in Rs.)	TIME SCHEDULE OF TENDER:
No.F.1(1)-SF/BLN/TENDER/2023-24/2595	Fish feed Floating Pellet	30.00M.T	10.12 lakhs	Bidding Document can be downloaded from-22.08.2023 at 15.00 Hours Last Date of Online Bid Submission of e-tender Up to 12.09.2023 till 12.00 Hours. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenderers.gov.in

The detailed press notice & bid documents for the above can be seen on website https://tripuratenderers.gov.in

All the future modifications/corrigendum (if any) shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement portal only.

(JADU LAL SAHA, THFS, Gr.IV)
SUPERINTENDANT OF FISHERIES,
BELONIA, SOUTH TRIPURA.

ICA/C-1931/23

NOTICE INVITING e-TENDER

The Tripura Scheduled Tribes Cooperative Development Corporation Limited., Lake Chowmohani, Krishnanagar, Agartala, West Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in)from Agency/Firm/Start Up for supply of 50 nos. of 3 wheeler Bajaj Auto (CNG and Petrol). Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 31.08.2023 at 04:00 P.M,

ICA/C-1934/23

Managing Director,
Tripura Scheduled Tribes
Cooperative
Development Corporation Limited

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ক্রাইম ব্রাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। অবশেষে সক্রিয় হল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আসামিদের জামিনদার হয়ে ফেসে গেলেন সরকারি কর্মচারী বিষ্ণু সরকার। প্রায় ৬ মাস পূর্বে ১০ জন রোহিঙ্গা আসামির জামিনদার হয়েছিলেন বিষ্ণু সরকার। আসামির পরিচিত হিসেবে জামিনদার হিসেবে দাড়িয়েছিলেন সরকারি কর্মচারী বিষ্ণু সরকার। কিন্তু ১০ জন আসামী এখনো আদালতে হাজির না হওয়াতে সরকারি কর্মচারী বিষ্ণু সরকারের বিরুদ্ধে ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে হাজিরার নোটিশ জারি হয়। বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ভারত বর্ষে প্রবেশে আটকে দিতে ব্যর্থ গোয়েন্দা বিভাগ পুলিশ ও বিএসএফ।তদাপি দালালদের মারফৎ অনুপ্রবেশকারীরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করছে। সদর জেলা ও দায়রা কোর্টের জামিনদার বিষ্ণু সরকারকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ গত শুক্রবার ডেকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসামিদের সাথে তার কি সম্পর্ক। তাদের কিভাবেই বা চিনে সে। তাদের সাথে কতো টাকার লেনদেন হয়েছে। যতটুকু খবর ক্রাইম ব্রাঞ্চের কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি জামিনদার বিষ্ণু সরকার।

ক্রাইম ব্রাঞ্চও নড়েচড়ে বসেছে এর পেছনে মাষ্টারমাইন্ড কারা? সুত্রের খবর ১০ জন রোহিঙ্গার বিষ্ণু সরকার জামিনদার হওয়ার পেছনে মূল হোতা বর্ডার গোলচক্করের সদরের জেলা ও দায়রা কোর্টের বাটপার এক মুহুরী। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ গোলচক্করের মুহুরী কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গিয়ে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী আসামিদের কাপড়চোপড় থেকে শুরু করে টাকার বন্দোবস্তও করে দেন।। তাছাড়া উক্ত মুহুরী রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জামিন করিয়ে মটর স্ট্যান্ড রাধানগর রেল স্টেশনের ফ্যামাস হোটেলে আটকে রেখে অনৈতিক ভাবে দালালদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে দিল্লি জম্মু কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ চেন্নাই ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। বর্ডার গোলচক্করের মুহুরী কে বিগত কয়েক বছর পূর্বে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সহযোগী হিসেবে নাম আসার কারনে ক্রাইম ব্রাঞ্চ একদফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বলে আদালত চত্বরের খবর। তাছাড়া বর্ডার গোলচক্করের মুহুরী সদরের জেলা ও দায়রা আদালতের নিজেকে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের একমাত্র ভরসা পাত্র মুহুরী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে থাকেন। উক্ত মুহুরীর বিরুদ্ধে ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনে প্রতারণার বহু অভিযোগ লিপিবদ্ধ রয়েছে বলেও খবর। রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আটকাতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা যোদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও বর্ডার গোলচক্করের সংখ্যালঘু মুহুরীর কল্যানে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি যেন হাওড়ার নদীতে ভেসে যাচ্ছে।। তবে মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যোদ্ধ ঘোষণা করলেও একাংশ মুহুরীদের কল্যানে তা বেস্তে যাচ্ছে। অভিযোগ বর্ডার গোলচক্করের মুহুরী রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চেইনের সাথে সরাসরি জড়িত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আসল রহস্য বেড়িয়ে আসবে বলে সৎ মুহুরীদের অভিযোগ।

মহরাজা বীর বিক্রমের ১১৬তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বিজেপির সদর কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি নিজস্ব।

বিজেপি -কে ভোট না দেওয়ায় রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বিজেপি -কে ভোট না দেওয়ায় রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না গ্রামবাসীর। এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীর তরফে। শেষ পর্যন্ত নিজেদের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিল কদমতলা ব্লকের উত্তর ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার মানুষ। তাদের অভিযোগ এলাকার সুশাসন জামানার গ্রাম প্রধান হানিফ উদ্দিন তাদের জানিয়ে দিয়েছে রাস্তা সংস্কার করা হবে না। কারণ তারা বিজেপিকে ভোট দেয়নি। এলাকায় প্রায় ১০০০ পরিবারের বসবাস। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে লাগাতার দাবি জানিয়ে কোন সুরাহা না হওয়ায় শনিবার সকাল থেকে নিজেরাই কাজে হাত লাগিয়েছে। গ্রামবাসী নিজেদের মধ্য থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ১২০ ফুট রাস্তাটির জন্য ইট বালি চিপস নিয়ে এসে কাজে হাত লাগিয়েছে। গ্রাম প্রধানের এহেন ভূমিকায় গ্রামবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। কারণ একজন জনপ্রতিনিধি জনগণের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু সুশাসন জামানায় নির্দিষ্ট রঙের না হলে গ্রামের রাস্তা পর্যন্ত তৈরি হয় না। এটাই প্রমাণিত করেছে এলাকার গ্রাম প্রধান।

ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা রাজধানীর উড়াল পুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। শনিবার রাতে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা ঘটে আগরতলা ফ্লাইওভারে। গাড়ি ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে এই দুর্ঘটনাটি। এতে গুরুতর আহত হয়েছে দুজন। তাদের উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টিআর ৪সি০৬৯৭ নম্বরের গাড়ি ও টিআর ১০ এএন৭০৭১ নম্বরের স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে সম্পূর্ন দুমড়ে মুচড়ে গেছে গাড়ি ও স্কুটি দুটিই। যদিও সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাফিক দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা গাড়ি ও স্কুটিকে সরিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে উড়ালপুলকে রাতেই।

আধুনিক ত্রিপুরা গঠনে মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্যের অবদান ছিল অসামান্য ঃ সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বিলোনীয়ার অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য ত্রিপুরার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মহারাজার প্রতি সম্মান জানাতে রাজ্য সরকার বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষনা করেছে। তাঁর নামে আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর করা হয়েছে। তিনি বলেন, মহারাজার বীরবিক্রমকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার ইতিহাস কল্পনা করা যায় না। আধুনিক ত্রিপুরা গঠনে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা। অনুষ্ঠানে মনো' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

এফসিআই গোডাউনের চাল কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। আমবাসা মহকুমা জওহরনগরস্থিত এফসিআই গোডাউনের চাল কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত নন্দন রুদ্র পালকে প্রায় তিন মাস পর আমবাসা থানার পুলিশ শনিবার গ্রেফতার করল তার নিজ বাড়ি থেকে।

জানা যায় আমবাসা থানায় যার মামলা নম্বর ২৬/২০২৩ এবং এই মামলাটি ১২ মে ২০২৩ -এ নথিভুক্ত করা হয় আমবাসা থানায় আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের তরফে। ৬৩,৭৬৫ কেজি চাউল গোডাউন থেকে হাফিজ করে নেয় বলে অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। যে চালগুলি ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ ছিল। শনিবার তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় আমবাসা থানার পুলিশ। এদিকে আমবাসা থানার পুলিশের তরফে জানানো হয় তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

জেলে বিষপ্রয়োগে মেরে ফেলা হতে পারে ইমরানকে, আশঙ্কা বুশরা বিবির

ইসলামাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : জেলবন্দি স্বামীকে নিয়ে আতঙ্কে ভুগছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি। তোষাখানা মামলায় সাজা পেয়ে এই মুহূর্তে পাঞ্জাব প্রদেশের জেলে রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর স্ত্রীর আশঙ্কা, বিষপ্রয়োগে মেরে ফেলা হতে পারে ইমরানকে। ইতিমধ্যেই এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে তিনি চিঠি লিখেছেন পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্র সচিবকে। সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে ইমরান খানের। বেশ কিছুদিনে হয়ে গেল প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন গারদের ওপারে। গত ৫ আগস্ট ইসলামাবাদের এক আদালত তাঁকে ৩ বছরের সাজা শুনিয়েছে। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। সম্প্রতি ৬টি মামলায় তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে এক জেলা ও দায়রা আদালত।ইতিমধ্যেই ইমরান আইনজীবীদের কাছে জানিয়েছেন, তাঁকে যে সেলে রাখা হয়েছে সেখানে দিনে মাছি ভনভন করছে, রাতে পোকামাকড় বেরচ্ছে। পিটিআই চেয়ারম্যান তাঁর আইনজীবীকে বলেছেন তিনি জেলে থাকতে চান না। তিনি জানিয়েছেন, "আমাকে এখান থেকে বের করুন। আমি জেলে থাকতে চাই না।" কিন্তু আদালতের নয়া রায়ের পর বোঝা যাচ্ছে, ইমরানের মুক্তির সম্ভাবনা যেন ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছে। এর মধ্যেই তাঁর খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন বুশরা বিবি।

আমবাগান থেকে উদ্ধার প্রচুর বোমা

বৈষ্ণবনগর, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের কুন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়েনপুর গ্রামে আমবাগান থেকে উদ্ধার হল প্রচুর বোমা। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শনিবার বোমাগুলি উদ্ধারের পর নিষ্ক্রিয় করেছে বম্ব স্কোয়াড। য়েনপুর গ্রামের সিদ্দিক মাস্টার পাড়া এলাকায় একটি আমবাগানে কয়েকটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় বাসিন্দাদের। কাছে গিয়ে তাঁরা দেখেন, ব্যাগগুলিতে বোমা ভর্তি রয়েছে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বৈষ্ণবনগর থানায়। পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে। বিকেলে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১১টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। তারমধ্যে আটটি কৌটো বোমা ও তিনটি প্লাস্টিকের বল বোমা রয়েছে। কোথা থেকে এত সংখ্যক বোমা এল, সেগুলি এলাকায় কারাই বা রেখে গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কংগ্রেস ভবনে মহারাজের জন্ম বার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের ১১৫ তম জন্ম বার্ষিকী পালিত হল রাজধানীর কংগ্রেস ভবনে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে দিনটি পালিত করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

বিশ্ব আলোকচিত্র দিবসে প্রদর্শনীর উদ্বোধন

সরকার পর্যটনের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ থেকে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে দু'দিন ব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এবারের প্রদর্শনীর বিষয় হচ্ছে ত্রিপুরা ট্যুরিজম। আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে রাজ্যের ফটো জার্নালিস্টদের তোলা ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্য সরকার পর্যটনের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গত বছর প্রচুর সংখ্যক পর্যটক রাজ্যে এসেছেন। এদের মধ্যে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। পর্যটনকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন কর্তৃক এ ধরণের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছবি সবসময় কথা বলে। তার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ফটোগ্রাফির মাধ্যমে মানুষকে আবেদন জানানো যায়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রদর্শিত ফটোগুলি সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরা হলে দেশ বিদেশের পর্যটকরা রাজ্যে ভ্রমনের জন্য আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রদর্শিত ছবিগুলি ঘুরে দেখেন। তিনি নিজের হাতে ক্যামেরা তুলে নিয়ে বেশ কিছু ছবি তুলেন। আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনীর অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভ-াচার্য, আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে, ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রলয়জিৎ পাল, সম্পাদক অভিষেক সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১৯ দিন ধরে নেই পানীয় জল জলের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। প্রায় ১৯ দিন ধরে তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছে এলাকাবাসী। মিলছে না কোনো সুরাহা। শেষ পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করল স্থানীয়রা। রাজ্যে পানীয় জলের সংকট লেগেই রয়েছে প্রতিনিয়ত। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জলের দাবীতে পথ অবরোধ করছেন স্থানীয়রা। তবে নিশ্চুপ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা। শনিবার ফের সাক্রুমের পূর্ব লধুয়া সতেরোকোর্ট এলাকায় জলের দাবীতে পথ অবরোধ করে স্থানীয়রা। একদিনে নেই এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা। তার উপরে দিনের অধিকাংশ সময়ে এলাকায় কারেন্ট থাকে না। যার ফলে বারিতে জলের মোটর থাকলেও জল তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ, এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক অফিসে বার কয়েক জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। শনিবার এক প্রকার বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন। পথ অবরোধের ফলে দু দিক থেকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। ব্যাহত হয় এলাকার নিত্য যান চলাচল। এলাকাবাসীরা এদিন হুশিয়ারি দিয়েছেন যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান না হয় তবে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তারা। যদিও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আশ্বাসে দীর্ঘ সময় পর এদিন অবরোধমুক্ত হয় রাস্তা।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী রেড ক্রসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। গত ১৮ই আগষ্ট দুপুর আনুমানিক একটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে উদয়পুর পুরপরিষদের ২১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রণয়জিৎ শীল ও বিশ্বজিৎ শীলের বসত ঘরটি দুটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।অসহায় এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য আজ ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি গোমতী জেলা শাখার পক্ষ থেকে রেডক্রস গোমতী জেলা শাখার অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন মশারি,কম্বল,শাড়ি,কিচেন সেট, বালতি,বিছানার চাদর, ত্রিপল, গায়ের সাবান,কাপড় ধোয়ার সাবান,টুথপেস্ট,তেল, টুথব্রাশ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থদে হাতে তুলে দেওয়া হয়। সাথে ছিলেন উদয় পুর পুর পরিষদের কাউন্সিলার মান্নান মিয়া।রেডক্রস গোমতী জেলা শাখা সর্বদাই সমাজের দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সবসময়ই দুঃস্থ ও বিপদাপন্ন মানুষের পাশে থেকে কাজ করে থাকে।উল্লেখ্য গতকাল মনসা পূজার প্রসাদ তৈরির সময় আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের লেলিহান শিখায় তিনটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়।

পণ্য ও পরিষেবা কর বিলে অনুমোদন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার সংশোধিত কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর বিল, ২০২৩ এবং সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর বিল ২০২৩-এর অনুমোদন দিয়েছেন। সম্প্রতি সংসদে এই দু""টি বিল অনুমোদিত হয়।কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর (সংশোধন) বিল, ২০২৩ আসলে কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর আইন ২০১৭ সংশোধন করেছে, অন্যদিকে, সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর (সংশোধন) বিল, ২০২৩, সমন্বিত পণ্য ও পরিষেবা কর আইন ২০১৭-কে সংশোধন করবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর এই দু""টি বিল আইনে পরিণত হয়েছে।

শতবর্ষে বিলোনিয়ার যোগামায়া কালিবাড়ি নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ আগস্ট।। বিলোনিয়া শহরে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী পূণ্য পিঠস্থান যোগমায়া কালিবাড়ি,দেখতে দেখতে যোগমায়া কালিবাড়ির দুর্গাৎসব ৯৯ বছর পার করে শতবর্ষেপা রাখতে চলছে,শতবর্ষ দুর্গাৎসবকে স্মরনীয় করে রাখতে নানা কর্মসূচি হাতে নেয় শতবর্ষ দুর্গাৎসব কমিটি, রক্তদান মহৎ দান, রক্তের মাধ্যমে একটা মানুষের জীবন বেঁচে যেতে পারে, সেই লক্ষকে সামনে রেখে শনিবার সকাল এগারোটা নাগাদ যোগমায়া কালিবাড়ি কমিটির উদ্যোগে নাট মন্দিরে রক্ত দানের মত মহৎ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।এই দুর্গাৎসবকে সামনে রেখে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে আলোচনা রাখতে গিয়ে উপস্থিত অতিথিগণ বলেন রক্তদানের মধ্যে দিয়ে একজন মুমূর্ষ রোগী কে বাঁচানো সম্ভব, রক্তদানের উপর আর কোন দান নেই ,প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ প্রতি তিন মাস অন্তর রক্তদান করতে পারে ,সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় সকল অংশের জনগণ কে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন, পাশাপাশি যোগমায়া কালিবাড়ি কমিটির এই ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়ায় তাদের সাধুবাদ জানান, প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই দিনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সুচনা করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, সাথে ছিলেন ডিসিএম অরিজিৎ কুমার পাল , মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস , যোগমায়া কালী বাড়ি কমিটির সভাপতি ডাঃ জগদীশ নমঃ, সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্যী , মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ বিমল কলই।

দায়িত্ব পেয়েই যাদবপুরে নিয়ন্ত্রণ আনার নীল নকশা রাজন্যার

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : "আমাদের প্রথম কাজ, মৃত পড়ুয়ার পরিবার যাতে বিচার পায় তা নিশ্চিত করা। তার জন্য যা যা করার, আমরা তা-ই করব।" খোদ দলনেত্রীর নির্দেশে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়ার পর শনিবার প্রচারমাধ্যমকে এ কথা বলেন রাজন্যা হালদার।রাজন্যা সেই সঙ্গে ক্যাম্পাসের ভিতরে কী কী সাংগঠনিক কাজ তাঁরা করতে চলেছেন কয়েক দিনে, সে ব্যাপারেও খানিক আভাস দিলেন। তাঁর কথায়, "আমরা দু'একটা দিন দেখব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সিসিটিভি না লাগান, তা হলে আমরাই তা লাগানোর বন্দোবস্ত করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন নেই। সেটাও যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ না বসান, আমরা বসিয়ে দেব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৌচালয় কার্যত নরক হয়ে রয়েছে। কর্তৃপক্ষ যদি পরিষ্কার করানোর ব্যবস্থা না করেন, সেটাও বাইরে থেকে লোক নিয়ে গিয়ে আমরা করিয়ে দেব।"বস্তুত, প্রথম থেকেই যাদবপুরে সিসিটিভি বসানোর ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি জানিরে আসছে ছাত্র সংগঠনের এসএফআই শাখা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন তুলনামূলকভাবে অনেকটাই দুর্বল। এবার সেখানে তীক্ষ্ণ নজর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। সেখানে মুখ হয়ে উঠতে যাচ্ছেন রাজন্যা। সূত্রের খবর, সংগঠন বিস্তারের নির্দেশ এসেছে হাই কমান্ডের কাছ থেকে।সঙ্গত, সোনারপুরের মেয়ে রাজন্যা দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার সহ সভাফতি। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে দলের দুর্বল ছাত্রসংগঠন মজবুত করার দায়িত্বও তাঁর ওপর দেওয়া হয়েছে।রাজন্যা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তরের পর এখন অন্যত্র পিএইচডি করছেন। একই সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএড পড়ছেন। ভালই জানেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের সাংগঠনিক জমি কতটা শক্ত।

টি এস ইউ''র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শনিবার পালিত হল টি এস ইউ- এর প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন মেলারমাঠস্থিত ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রথমে মেলারমাঠ ছাত্র যুব ভবনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরবর্তীতে শহীদবেদীতে পুষ্প অর্পণ করেন দলের নেতৃত্বরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত টি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুজিত ত্রিপুরা বলেন, ১৯৭৬ সালে আজকের দিনেই ত্রিপুরার খোয়াইতে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। তিনি এও জানান এবছর সংগঠনের মূল শ্লোগান হল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করা। এদিন বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন দলীয় কর্মী সমর্থকেরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।